

বিজ্ঞাপন ।

বিচিত্র উপাখ্যান নামে মনোহর আখ্যায়িকা
পরিপূর্ণ একটি প্রস্তাব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল ।
বিশালপুরাণি মহাশয়গণের মন যখন বিবিধ বিষয়ে
বাসক্ত হইয়া আনন্দ ও ক্লান্ত হইবেক তখন তাঁ
হারা তৎ প্রস্তাব পাঠে সন্তুষ্ট ও স্থির চিত্ত হইয়া
পুনর্বার কার্য্যান্তরে বাসক্ত হইতে পারিবেন
বিশেষতঃ এই পুস্তক সুকুমারমতি কামিনীগণের
পক্ষে সাতিশয় মনোরঞ্জন ও গম্পচ্ছলে বিশেষ
উপদেশক হইতে পারিবেক । বিদ্যোৎসাহি মহা-
শয়েরা উপচিকীর্ষা পরতন্ত্র হইয়া ইহা পাঠ করিলে
শ্রম সফল বোধ করিব ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে এই
পুস্তক সঙ্কলন হইলে আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংশোধন বিষয়ে
যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন ইতি ।

৩ কার্তিক ১২৬৭
কলিকাতা পটলডাঙ্গা ক্রীট } শ্রীমধুরানন্দ শর্মা
৪ নং ভবনে প্রাকৃত যন্ত্র

বিচিত্র উপাখ্যান !



পূর্বকালে ভারতবর্ষের উত্তর শত্ৰুঞ্জয় নামে
নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে রাজ-
কার্য্য সম্পাদনোপযুক্ত কোন দ্রব্যেরই অভাব
ছিল না, তিনি স্বয়ং অতিশয় বলীয়ান ও বিবিধ
ঐশ্বর্য্যাবিপতি ছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার সদ্ভি-
চার ও বদান্যতা দেখিয়া সর্ব্বদা পরিতুষ্ট ছিল।
বিশেষতঃ কোনব্যক্তি তাঁহাকে কখন সংগ্রামে
পরাস্তব করিতে পারেন নাই। ভূরি ভূরি অশ্বা
রোহি সৈন্য ও অনেকানেক মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও
ভূতি সুসজ্জীভূত হইয়া তাঁহার দারোপান্তে সর্ব্বদা
উপস্থিত থাকিত।

শত্ৰুঞ্জয়, ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও বৃদ্ধা-
বস্থা পর্য্যন্ত সন্তানমুখপঙ্কজ নিরীক্ষণে বঞ্চিত থা-
কাতে সর্ব্বদাই একান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে দিন-
বামিনী যাপন করিতেন। পরে তদ্বৈশাখ মাসের
বাসনা পরিশূন্য, বিবিধ কঠোর তপঃপ্রভাব সঙ্গত
ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাত্মাদিগের যুক্তানুসারে তিনি

পুত্রকামনার প্রাত্যহিক শান্তি যজ্ঞ দান প্রভৃতি
 দৈবানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া স্বয়ং একান্ত তত্ত্বি
 সহকারে ন্যজ্ঞ ও ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।
 কয়েদিবমানন্তর ভূতভাবন ভগবান্নারায়ণ তাঁহার
 প্রাণি প্রসন্ন হইলে রাধামহিষী গর্ভবতী হইয়া যথা
 কালে চক্রবর্ত্তি লক্ষণক্রান্ত একটি সুকুমার কুমার
 প্রসব করিলেন। রাজা রাজসভা হইতে এই বার্তা
 শ্রবণ মাত্রই অন্তঃপুর প্রবেশ পূর্বক পুত্রমুখ নিরী-
 ক্ষণ করিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন।
 তিনি তখন দরিদ্র, অনুপায় প্রভৃতি যাচকদিগের
 অভিলাষ পূর্ণ করিতে ক্রটি করিলেন না। পরে
 তিন চারি মাস পর্য্যন্ত রাজকীয় প্রতিগৃহে নৃত্যগী-
 তাদি হইতে লাগিল এবং তদ্দেশস্থ সমস্ত মানব
 সমুহের আহ্লাদজনক স্বনিতে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত
 হইল। রাজা পুত্রের নাম বিক্রমবাহু রাখিলেন।

নৃপতনয় ক্রমশঃ অষ্টমবষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে
 রাজা কোন এক সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অধ্যাপকের
 হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। বিক্রমবাহু প্রথ-
 মতঃ অধ্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া ক্রমশঃ কাব্য নীতি-
 শাস্ত্র অষ্টকর পুরাণ জ্যোতির্বিদ্যা উদ্ভিদিদ্যা ও

বৈশেষিক মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি বহু দর্শন
অধ্যয়ন করিলেন। কলত, বিক্রমবাহুর নানা শাস্ত্রে
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি উদ্ভবিল। শত্রুঞ্জয়, পুত্রকে প্রায় সমু-
দায় শাস্ত্রে রাতবিদ্যা দেখিয়া হর্ষোৎকুল্লাস্তঃকরণে
তাঁহাকে শত্রুবিদ্যা ও রাজনিরমাদি পর্যালোচনা
করিতে অনুমতি করিলেন। রাজকুমারও অধ্য-
বসায় পূর্বক স্বীয় অসীম পরিশ্রম সহকারে ও ধীর
বুদ্ধি প্রভাবে উক্ত বিদ্যা সুশিক্ষা করিয়া তৎ পরী-
ক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আপামর সাধারণের নিকট
বহুল প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর যুবরাজ উদ্বাহার্ষ হইলে মহীপাল,
অনঙ্গমঞ্জরী নামী কোন নিরুপম কপবতী সুকুমারী
রাজকুমারীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন
করিলেন। এই নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে ক্রমশঃ
এতাদৃশী প্রীতির সঞ্চার হইতে লাগিল যে এক
নিমেষ মাত্রও পরস্পর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হই-
তেন না। একদা নৃপতনয় তুরঙ্গারোহণপূর্বক
নগর নিরীক্ষণে যাত্রা করিলেন এবং জনশঃ প্রাপ্ত
ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে এক মৃগাবিৎ
একটি পক্ষি হস্তে করিয়া বিক্রয়শয়ে দণ্ডায়-

মঙ্গল আছে। যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-
 লেন ওহে মৃগাজীব! এই বিহঙ্গের নাম কি?
 এবং ইহার মূল্যই বা কত? হংসু কহিল মহাশয়!
 এই পক্ষির নাম বৈশম্পায়ন ইহার প্রকৃত মূল্য
 সহস্র সুবর্ণ। বিক্রমবাহু ইহা শ্রবণে মাত্র ঈষ-
 হাস করিয়া কহিলেন কি আশ্চর্য্য। যদিও পক্ষিটি
 দেখিতে অতি সুন্দর তথাপি যে মানব এত অর্থ
 দিয়া ক্ষমতা বিহীন কতকগুলি সুপক্ষাবিশিষ্ট
 একটি বিহঙ্গ, ক্রয় করে তাহার তুল্য নির্বোধ
 ও অক্সাচীন অতি বিরল। এতরূপ বাক্যে
 ব্যাধ কোন উত্তর করিল না। ইত্যবকাশে বৈশা-
 ম্পায়ন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল যদি
 এই রাজপুত্র আমাকে ক্রয় না করেন তাহা
 হইলে এত অধিক মূল্যে যে, কোন সামান্য
 ব্যক্তি ক্রয় করিবে তাহা অসম্ভব বিশেষতঃ
 এতদূর সুক্ষ্মধী ও মহানুভব ব্যক্তির সন্নিধানে
 অবস্থিতি না করিলে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাথর্য্য
 পরিবার মস্তাবনা নাই। সুবুদ্ধি বিহীন এই সমস্ত
 বিষয় পর্যালোচনা করিয়া কহিল ওহে অশেষ-
 শুভসম্পন্ন যুবরাজ! আপনি আমাকে সামান্য

পক্ষি জ্ঞান করিয়া ছেয় করিতেছেন কিছু আ-
 মাতে অসাধারণ গুণ আছে অধিকন্তু আমার পরা-
 মর্শানুসারে ও নৃসিংহভাবসে মানবগণ আমার
 সেই ক্লেশকাশী ভাঙিতে পারে। আমার নীচ
 শাস্ত্রানুগ করিলে প্রধান প্রধান বুধগণ ও বিদ্বরাভি-
 ভূত হইবেন। বিশেষতঃ আমি ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ
 ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালের বার্তা ও ভুবন
 ব্যয়ের উপস্থিত ঘটনা স্বীয় পত্নকে জ্ঞাত করাইতে
 পারি। রাজতনয় ঈশানসুন্দরের এতাদৃশ বিশ্বাস-
 জনক বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বাধের কথিত সূতা
 প্রদান পূর্বক পক্ষিটি গৃহে আনিলেন এবং তাহার
 সুপত্নীসহবাস জনিত স্নেহ সমৃদ্ধি জনক একটি
 লপিতানামী পক্ষিণী আনাইয়া উত্তরকে মনোহর
 পিঞ্জরে স্থাপন পূর্বক অন্তঃপুরে রাখিলেন।
 পরে স্বীয় সহধর্মিণীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে
 বিহঙ্গমস্পতির রক্ষণাবেক্ষণ কাণ্ডের ভার অর্পণ
 করিলেন।

কিয়দিবসানন্তর কোন অবশ্য কর্তব্য কার্যাবশতঃ
 যুবরাজ রাজ্যান্তরে গমনার্থ জনক কর্তৃক আদিত্য
 হইলেন। তখন তিনি সজল নয়নে অতি হৃদয়রে

প্রিয় সন্তাষণে প্রণয়িনীর নিঃশব্দে বিদায় লইলেন
ও কহিলেন প্রিয়ে! তোমার কোন বিষয়ের
অতিরিক্ত আবশ্যকতা হইলে বৈশম্পায়ন এবং
লাগিতার পরামর্শ ব্যতিরেকে তৎকর্ত্তে সন্দাচ
প্রবৃত্ত হইও না। রাজকুমার এই বলিয়া শুভক্ৰমে
অর্ণবদানারোহণ পূর্বক ক্রমশঃ দৃষ্টিপথের বহি-
ভূত হইলেন। এ দিকে অনঙ্গমঞ্জরী কান্ত-
বিরহে নির্দয় অনঙ্গদেবের বিষম শরাঘাতে
অগীরা হইয়া অশন শয়ন প্রভৃতিতে বিরতি পূর্বক
দিবা বিভাপরী কেবল হৃদয়নাথের অভূত পূর-
মুর্জিচিন্তা করত দিন দিন ক্ষীণ কলেবরা হইতে
লাগিলেন। সুবিম্ব বৈশম্পায়ন তাঁহাকে পতি-
বিরহে কাতর দেখিয়া বিবিধ উপন্যাসফলে
প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিল।

এইকপে ষড়ঋতু বহিভূত হইলে এক দিবস অন-
ঙ্গমঞ্জরী সম্যক প্রকার বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া
বাসুসেবনাভিপ্রায়ে অটালিকার উপরিভাগে পদ
সঞ্চালন করিতে করিতে এক দৃষ্টে রাজবর্জ্য নিরীক্ষণ
করিতেছেন ইতিমধ্যে দেশান্তরীয় এক মনোহর
পুত্রম সুন্দর রাজকুমার তাঁহার নয়নপাথের অতিথি

হইলেন। আহা! দৈবের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহাদের পরস্পর নয়নে নয়নে সন্মিলন হইয়া মাত্র উভয়ের মাধুর্য্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে উভয়েরই মন চঞ্চল হইল। পথিক রাজকুমার তৎক্ষণাৎ আপন বাস স্থানে উপনীত হইয়া এক বৃদ্ধাকে দূতী করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং কহিলেন যে তুমি তাঁহার নিকট আমার এতাব্যত্ন প্রার্থনা জানাইবে যে যদ্যপি তিনি প্রত্যহ যামিনীযোগে অন্ততঃ কণেক কালের জন্য মদীয় আবাসে সমাগত হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করেন তাহা হইলে যাবজ্জীবন আঞ্জানুবর্তি হইয়া ক্রীত দাসের ন্যায় থাকিব। বর্ষা-রসী এই সমস্ত সংবাদ অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট কহি-
 বাতে তিনি প্রথমতঃ এতাদৃশ পাপ কার্য্যে প্ররক্ত হইতে অস্বীকার করেন পরিশেষে দূতীর ঐহিক ভাবি সুখাশ্বাসসমবেত যুক্তি শ্রবণে রাজকুমারের মনোরথ পূরণে সন্মত হইয়া কহিলেন 'আমি অদ্য তমস্বিনীযোগে সেই চিত্তহরের নিকট গিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিব তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিতে কহিবে। দূতী এই বাক্য শ্রবণে হর্ষান্বিত।

হইয়া গমন করিল এবং সেই নৃপনন্দনের নিকট
দ্রপদীত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

ক্রমে দিবাবসান হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইবা-
মাত্র অনঙ্গমঞ্জরী অতি ক্ষুধমনা হইয়া পরপতি
নরিধানে গমনোদ্যোগ করিতেছেন এমনত সময়ে
স্বীয় পিতার আদেশ স্মৃতি পথে আকৃষ্ট হও-
য়ায় বিচলিত হইলেন। আমি ও লপিতা উভ-
য়েই স্ত্রীজাতি আমার অন্তঃকরণের বেদনা সে
ষাদৃশ জানিতে পারিবে পুরুষ জাতি তাহা কখনই
পারিবে না সুতরাং উপস্থিত কার্য্যসম্পাদনে সে যে
আমাকে প্রসন্নচিত্তে অনুমতি করিবে তাহার
সন্দেহ নাই অতএব পরামর্শার্থ তাহার নিকটে
যাওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ লপিতা
নরিধানে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত মনো-
গত বৃত্তান্ত কহিলে সে উত্তর করিল রাজ্যজ্ঞানে!
আপনি ক্ষণমাত্র স্নেহের জন্য এতাদৃশ অসৎ কৰ্ম্ম
দ্বারা পবিত্র রাজ কূলে ঈদৃশ অচল নিন্দাস্তম্ভাপন
করিবেন না। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রুতিগোচর করত
হিঠে বিপরীত জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ
করিলেন। পরে অনতিবিলম্বে ক্রোধাক্ত হইয়া

আরক্তনয়নে বৈশম্পায়নের নিকটে আসিয়া স্মৃতিমত আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় জানাইলেন। সূচ-
তুর বৈশম্পায়ন মনে করিল ইহাকে উপস্থিত
বিষয়ে নিষেধ করিলে আমারও লপিতার ন্যায় বস
সদনে দাঁড়িতে হইবে সন্দেহ নাই। অনন্তর কহিল
দেব! বাজ্রি। লপিতা অবলাজাতি সে হিতাহিত
বিনেচনা করিতে স্বভাবতই অক্ষম নতুবা শাস্ত্রবিত্
মহোদয়েরা নারীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছেন
কেন। বাহ! হউক এক্ষণে আপনি চিন্তাকুলা হই-
বেন না, আমার যতদূর সাধ্য আপনকার অভীষ্ট
সাধনে যত্নশীল হইব। পরন্তু যুবরাজ প্রত্যাগত
হইলে যদি এই সমস্ত বিষয় তাঁহার ক্ষতিগোচর হয়
তাহা হইলে ধর্ম বিপ্লব বণিকের শাস্ত্রিক পক্ষের
ন্যায় আপনাদের পরস্পর প্রণয়াদি পুনশ্চ বন্ধমূল
করিয়া দিতে পারিব সন্দেহ নাই। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা
শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্মবিপ্লব বণিকের ও
শাস্ত্রিকের রক্তান্ত কিপ্রকার তাহা বল। বৈশম্পা-
য়ন সম্ভব চিন্তে প্রথম উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ
করিল।

প্রথম উপাখ্যান ।

কাঞ্চীপুর নগরে ধর্মবিপ্লব নামে কোন বণিক
দ্রব্যস্থান করিত । তাহার সাক্ষ্যভৌম নামে একটি
শাক্ত ক পুত্রী ছিল । ঐ বণিক বাণিজ্য দ্রব্যাদি
বিনিময় ও বিক্রয়ার্থ দূরদেশ গমন কালে শাক্ত ক-
কে স্বীয় ভবনের সকল বিষয়ের এক প্রকার কত্যা
করিয়া যাইল । কিয়দ্দিনানন্তর এক লম্পট বি-
প্রতনয়ের সহিত তাহার বসন্তবিনোদিনী নামী
ভার্য্যার আসক্তি জন্মিল । দ্বিজসন্তান অহর্নিশ
সেই বণিকামিনীর বিলাস মন্দিরে যাইয়া তাঁহার
তারুণ্যকোষের অধিপতি হইয়া বেচ্ছানুসারে
অভিলষিত সিদ্ধ করিত । সাক্ষ্যভৌম অনুরাগ
হইতে নেত্রগোচর করিয়াও কণাস্তর করিত না ।

অনন্তর ধর্মবিপ্লব প্রত্যাগমন পূর্বক স্থান
উপনীত হইল এবং স্বীয় অনুপস্থিতিতে যে যে
ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা অবগেচ্ছু হইয়া শাক্ত ককে
জিজ্ঞাসা করিল । সাক্ষ্যক তাহার প্রশ্নিনীর চুচরি-
ত্রের বিষয় ব্যতিরিক্ত আত্ম আর যাবদীয় সমাচার
কহিল । বণিক, প্রতিবেশীর প্রমুখাৎ দ্বিজসন্তের
বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া পত্নীকে যথোচিত তির-

স্কার ও বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করিল। বণিকপত্নীর
অন্তঃকরণে উদয় হইল যে শাক্তকই ইহার মূলী-
ভূত কারণ। অনন্তর বণিগভার্যা এক দিন নিশীথ
সময়ে তাহাকে এককালে পক্ষহীন করিয়া রাজবস্ত্রে
নিষ্কেশ করণানন্তর নিজ মহাদরীগণের নিকট “এ
বিড়াল শাক্তক পক্ষীকে লইয়া গেল,” এই বলিয়া
চীৎকার ধনি করিতে লাগিল। সার্কানোম, সেই
অঙ্গাতে সকায়ে দ্রুত তিস্ত হওয়াতে প্রায়
ঘটিকাধর পর্বাত সেই স্থানে মৃত প্রায় হইয়া
রহিল। পরে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য হইলে নিকটস্থ
একটি প্রাচীন মন্দিরের একাংশে অবস্থান পূর্বক
দিবাভাগে অনাহার থাকিয়া রাত্রিকালে বহির্গত
হইয়া গমনশীল পান্থগণের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণদ্বারা
কিঞ্চিৎ স বল হইল।

এখানে পরদিন অতি প্রাতঃকালে ধর্মবিপ্লব
গাত্রোখান পূর্বক শাক্তককে পিঞ্জর মধ্যে না
দেখিয়া পত্নীর প্রতি সম্যক রূপে মন্দিরান্বেষণ
হইল এবং তজ্জন্য ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বৎ-
সনানান্তি ভৎসনা করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহি-
ষ্কৃত করিয়া দিল। বণিগবনিতা আপাতর মাধা-

রূপের নিকটে নিম্নিত ৩ উপহাসাম্পদ হওয়াতে
 জীবিত বস্তুসমূহ মৃতদের হইয়া পূর্বোক্ত মন্দিরের
 নিকটে গাইয়া সমস্ত নিবাসী নারীহারে যাপন করিল।
 তাহাদেবীরী আগত। দশদিক্ হোর তক্ষকরে
 আগত। কিছুমাত্র দুর্গিপথে পতিত হয় ন। তখন
 সেই মন্দির নিকট হওয়াতে একাকিনী সেই
 বিজন স্থানে রোদন করিতে লাগিল। রাত্রি দুই
 প্রহর হইয়াছে উদয় সময়ে এই নারী উচ্চৈঃস্বরে
 কহিতে লাগিল। হা জগদীশ্বর! আমি যজ্ঞপ কার্য
 করিয়াছি তত্পযুক্ত কলত্র প্রাপ্ত হইলাম। অধুন
 যাহাতে আমার এই অসার প্রাণ নিঃসৃত হয় তাহাই
 করুন। বনিগপত্নী পরিখিলানান অন্তঃকরণে এই
 বদিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এমন সময় অক-
 স্মাৎ সেই মন্দিরভাঙুর হইতে সেই অক্ষয়ীন পক্ষী
 অতি মৃদুস্বরে বলিল। হে নটমতি বনিগভার্যো!
 তুমি যদি মস্তক মুণ্ডন পূর্বক অন্তঃ প্রাংশদি-
 বস পর্য্যন্ত পীড় হার প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ হও
 তাহা হইলে তোমার এই অক্ষয় অপরাধ ক্ষমা
 করিয়া পুনর্বার স্বামীসহ সখিত সম্পাদন
 করিয়া দিতে পারি। বনিগগৃহিণী এই বিস্ময়জনক

বাক্য প্রবণে স্থিরচিত্ত হইয়া বহিঃসমন্বিত ও ভাবিত
লাগিলেন যে হস্ত এই সমাধিসন্ধিরমধ্যে কোন
মহাপুরুষ আছেন এবং তিনি আমাকে হস্ত
ভাগ্যাদি দুঃখিনী দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন
সেই হস্ত তিনি সঙ্কল্পান্বিত করণে আমাকে অপার
দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া নাথের সহিত
পুনঃ সম্মিলন করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ।
বিশিষ্ট ভাবিয়া এই চিন্তা করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে
তৎক্ষণাৎ কেশ মুণ্ডন পূর্বক আহার পরিহার
করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ।

বসন্তবিনোদিনী একদিন কঠোরভাবে দিন
যাপন করিতে আরম্ভ করিলে এক দিবস সাক্ষ-
ভৌম নিঃস্বাসস্থান হইতে বহিঃসমন্বিত পূর্বক তা-
হার সমীপবর্তী হইয়া কহিল মাতঃ যদিও তুমি
আমাকে নৃশংস ব্যবহার দ্বারা এতাদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত
করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছ তথাপি আমি
কদাচ ক্রুদ্ধ হইব না । আপনকার কিঞ্চিৎ মাত্রও
দোষ নাই সকলই আমার ভাগ্যবশতঃ ঘটিয়াছে ।
বাহ্যিক বহু দিবস পর্যন্ত ভৌমদিগের সান্নিধ্য
শরীরের ক্ষতি করিয়াছে এক্ষণে বাহ্যিক ভৌমদিগের

মজল হ' তাহার কোন উপায় চিন্তা করা আমার
সৰ্বতোভাবে বিধেয়। বিহঙ্গম এই বাক্য প্রয়োগ
করিল। অবিলম্বে ধর্মবিপ্লবের সন্নিধান উপনীত
হইল। বনিক সেই প্রিয়তম পক্ষীর দর্শনমাত্র
বিশ্বরাপন্ন হইয়া ভিজ্ঞ হইল। তুমি এত
দিন কোথায় ছিলে। সে কহিল এক নীচ
মার্জার আমাকে পিঞ্জর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া
স্বীয় উদর মধ্যে রাখিয়াছিল। বনিক কহিল তুমি
কি কপে সেই মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইলে :

সার্বভৌম কহিল মহাশয় যে পতিপরায়ণ
প্রণয়িনীকে বিনাপরাধে দণ্ড বিধান করিয়াছেন
তজ্জন্য তিনি দৈহিক স্তম্বে ব্যাবৃত্ত হইয়া অনশন
ব্রত সংকল্প করিয়া ঈশ্বরারাধনার নিযুক্তা হইয়া-
ছেন একারণ করুণানিধান জগৎপিতা আ-
মাকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি অবিলম্বে ধর্ম-
বিপ্লবের সমীপস্থ হইয়া তদীয় পতিব্রতা সহ-
ধর্মিনীকে গৃহে লইয়া বাইতে কহ। তাহাতেই
সেই ভগ্নপ্রাণ ভগবানের প্রসাদে আমি পূর্ব-
স্বীয় পাপ হইয়া সব সন্নিধানের সন্নিধান।
মহাশয়ের প্রমণী যথার্থই সচরিত্রা, দেবদেবীর

ধর্ম বলে আমি জীবন পাইলাম। বণিক্ ইহা
 অবগণ মাত্র বিশ্বয়ার্ণবে নিমগ্ন হইল এবং তখনই
 অস্বারোহণ পূর্বক পূর্বোক্ত মন্দিরসমীপে উপস্থিত
 হইয়া পরম সমাদরে পত্নীকে গৃহে আনয়ন করিল।
 পরে তাহারা উভয়ে পরম সুখে সংসার যাক্কা
 নির্বাহ করিতে লাগিল। অনঙ্গমঞ্জরী দেখিলেন যে,
 উপাখ্যান শুনিতে শুনিতেই পূর্ব দিক্ আরক্ত বর্ণ
 হইয়াছে স্মতরাং সে দিন পরকান্ত সন্নিধানে যাওয়া
 হইল না।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

পরদিন রজনী উপস্থিত হইলে অনঙ্গ মঞ্জরী
 বাকুলাস্তবন্ধুগণে পক্ষির নিকটে গিয়া কহিলেন
 বৈশম্পায়ন! আমার প্রতি দিনই সন্তোষ লালসা
 বৃদ্ধি হইতেছে এক্ষণে তুমি অনুমতি করিলে
 প্রিয়তম সন্নিধানে গমন করিতে পারি। বৈশ-
 ম্পায়ন কহিল রাজি। এই সংসার নাগরে কোনই
 সঙ্গ পাবার্থ। দেখ? কি পুরুষ কি স্ত্রীজাতি
 সকলেই কেবল ভোগের জন্য প্রাণ সংগ্ৰহ

হলেও প্রবৃত্ত হইতেছে। বিশেষতঃ যখন নির্দয়
মকরধ্বজবাণে হৃদয় ক্রতবিক্ষত হইতে আরম্ভ
হয় তখন কি দ্রুত কি পুরুষ কোন ব্যক্তিই তাহা
সহ্য করিতে পারে না। অথ? অতিকর্তা প্রজা-
পতি ও তুমি পঞ্চশরশরান্বিত করে জর্জরিত কলেবর
হইয়া আমজাব প্রতি অভিলষী হইয়াছিলেন।
অরহর শঙ্করও এ মদনবাণে বিমোহিত হইয়া
মোহিনীবেশবারী বিশ্বর অমুসরণে ধাবিত হইয়া-
ছিলেন।

যদি অবলা জাতি প্রতিজ্ঞাকঢ়া হইয়া পুরুষকে
ঘৃণা করত জীবন যাপন করিতে পারিত, তাহা
হইলে মগধাধিপতির কন্যা বিচ্ছিন্নতা বহুকাল
পর্যন্ত পুরুষের মুখাবলোকনে পরাধীন থাকিয়া
পরিশ্রমে সৌর্যকির্যাকোষের মন্থিত হই-
তেন না।

অনকমঞ্জরী ইহা অবগত করিয়া স্তম্ভিত-
রূপে অবগম্প্রহায় কহিলেন সেই বিচ্ছিন্নতার
বৃক্ষান্ত শূন্যিতে আমার অভিলষী হইতেছে তাহা
কি প্রকারে সবিশেষ বলা, ইবশম্পায়ন তৎকণাৎ
তাহা বলিতে আরম্ভ করিল।

মৌর্য দেশে দৌরেশ্বর নামে এক নরেশ্বর
 রাজ্য করিতেন তাঁহার মকরন্দ নামা এক প্রধান
 কন্দম্ব অমাত্য ছিল। একদা অপরাহ্নে রাজা
 • পর্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রিত জাছেন, এমন
 সময়ে মকরন্দ তথায় গিয়া রাজ্য কার্যাবলীরোধে
 তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নৃপতির হঠাৎ নিদ্রা
 ভঙ্গ হওয়াতে কোপান্বিত হইয়া তদীয় শিরশ্ছেদন
 মানসে করাল করবাল ধারণ পূর্বক ধাবমান হই-
 লেন। ভয়ক্রান্ত মকরন্দ মনো উপায় না দেখিয়া
 এক গৃহস্থের গৃহভানুরে লুক্কায়িত হইল। ইত্য-
 বসরে অন্যান্য অমাত্যবর্গ নৃপতির ভীষণাকৃতি
 দেখিয়া কৃতান্তলি পুটে নিবেদন করিল, ধর্ম্মাত্ম
 তার ! সচিব প্রবরের প্রতি কি নিমিত্ত এত নির্দয়
 হইরাছেন; রাজা কহিলেন, আমি নিদ্রিত
 থাকিয়া স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যুৎসদৃশ নাম্নী এক সর্বা-
 ঙ্গসুন্দরী তরুণীর সহিত বিবিধ আমোদ
 প্রমোদ করিতে ছিলাম, ঐদৃশ সময়ে মকরন্দ
 গিয়া সহসা আমাকে নিদ্রাচ্ছূত করিয়াছে। অত-
 এব অধুনা যদি সেই চিত্ত হারিণী কামিনীকে আ-
 মার নিকট আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে

ক্ষমা করিব, নতুবা তাহার নিস্তার নাই। কলতঃ
প্রথমে উহাকে ছিন্ন মস্তক করিয়া পরে আপনি ও
ক্রান্ত কাল কবলে প্রবিষ্ট হইব।

রাজকৰ্মচারিরা নরপতির এতদ্রূপ অসম্ভা-
বিত প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই হত বুদ্ধি ও নিরুত্তর
হইল। তখন চারুচিত্র নামা এক জন চিত্রবিদ্যা
বিশারদ উত্তর করিল নৃপবর। চিন্তাকুল হইবেন
না, যদি সেই যুবতীর অবিকল অবয়ব, আমার
নিকট বর্ণন করিতে পারেন তবে আমি তাহার
অনুেষণ করিয়া দিতে পারি। রাজা তৎক্ষণাৎ
তদবয়ব ব্যক্ত করিলে, চারুচিত্র অবিকৃত সেই
কামিনীর আকৃতি এক নিম্নল কলকে চিত্র করিয়া
রাসপথে স্থাপন করিল। দূর দেশস্থ কোন পাত্ৰ
ব্যক্তি সমীপবর্তী হইলেই চারুচিত্র জিজ্ঞাসা
করিত তোমরা কেহ কখন কোন দেশে একপ অপ-
কপ কপলাদণ্যবতী যুবতীকে নয়নগোচর করি-
য়াছ! তাহা শুনিয়া কেহ কেহ উত্তর করিত না।
কেহ বা বলিত ইদৃশী ভুবনমোহিনী কামিনীকে
জন্মাবধি কখন অবলোকন করি নাই। এই
রূপে কহ দিবস অতীত হইলে একদা মগধ দেশস্থ

এক জন পথিক যদুচ্ছাক্রমে তথার উপস্থিত হইল। চাকরচিত্র তাহাকে পূর্নাবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে সে কহিল হাঁ মহাশয়, আমি দেগিয়াছি এ অবিকল অশ্বদেবশাধিপতি পুরুষসিংহের তনয়। বিদ্যুৎ-তার প্রতিমূর্তি। পথিক এই মাত্র বলিয়া কহিয়া পরে পুনর্বার কহিল, বিদ্যুৎ-তার অতিশয় রূপবতী কন্যা যথার্থ কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যাবজ্জীবন পুরুষের সুখাবলোকন করিবেন না। চাকরচিত্র ইহা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞার কারণ কি। পাছু কহিল তিন একদা অনিল সেবন করিবার নিমিত্ত নিকুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দেখিলেন অনন্তদূরবর্তি এক বৃক্ষোপরি একটি পক্ষিণী কতকটি ডিম্ব প্রসব করিয়া সেই কুলায় শূন্যে স্থানীর সহিত উপবিষ্ট আছে। এমন সময়ে হঠাৎ অনিবার্য দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিকটস্থ সমস্ত তরুলতাদি দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত পাদপের নিকটবর্তী হইল। তখন পক্ষী দুঃসহ অগ্নিশিখা সমীপাগত দেখিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু সদাঃপ্রসূতা পক্ষিণী অত্যন্ত অপত্য স্নেহ

পরতত্ত্ব হইয়া ডিম্ব কএকটি পরিত্যাগ করিয়া ধাইতে পারিল না। সুতরাং দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ও অণ্ডগুলির সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বিছিন্নতা সেই পক্ষির নৃশংসচরণ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ছিলেন তদবধি পুরুষ জাতির প্রতি তাঁহার নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এবং সেই নিমিত্তই তিনি অন্যাপি বিবাহ করেন নাই।

চাকুচিত্র মগধবাসির প্রমুখাৎ এবম্বূত বিষয় জনক বার্তা। অবশ্যে যুগপৎ হর্ষ বিধাদে অভিভূত হইয়া রাজসমিধানে উপস্থিত হইল, পরে উক্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিল। বীরেশ্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ হইয়া পরক্ষণে কহিলেন, চাকুচিত্র ! বাহা হউক এক্ষণে উক্ত অসামান্য লাবণ্যময়ী রাজকন্যার সহিত আমার পরিণয় কিরূপে হইতে পারে, তাহার কোন উপায় চিন্তা কর নচেৎ আমার জীবন বিসর্জন করিব। চাকুচিত্র কহিল মহারাজ। যদি আমার প্রতি অনুমতি করেন তাহা হইলে অনায়াসেই কৃতকার্য হইতে পারি। স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার নৌন্দর্য্য বিলোকনে আপনি যেকণ মোহিত হইয়াছেন, বোধ হয় আপনকার প্রতিনিবৃত্তি

দর্শনে তিনিও অবশ্যই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই নরপতি এতৎ অবশ্যে পরম মন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লিত হইয়া অতীত সাধনার্থ চাকুচিক্রে আদেশ করিলেন। চাকুচিক্রেও যে আদেশ বলিয়া তৎপরেই যাত্রা করিয়া বহু দিনান্তে মগধরাজ্যে উপস্থিত হইল এবং তথায় একজন আপন সংস্থাপন পুস্তক চিত্রকরের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া অসাধারণ শিল্পশৈল্য প্রদর্শন বশতঃ অপরাপর চিত্রকর-বর্গ পরাভূত হইতে লাগিল। সুতরাং কিয়দ্দিনের মধ্যেই তদদেশস্থ সাধারণ মানবসমাজের নিকটে ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এইরূপে যখন যাবদীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির উহার নিকটে চিত্র ক্রয় করিতে লাগিলেন তখন বিচ্যুততা লোক পরস্পরের শুনিলেন যে অদ্বিতীয় একজন চিত্রকর আসিয়া রাজধানীর সম্মুখে দোকান করিয়াছে। একদিন তিনি স্বীয় দাসীদ্বারা শিল্পশালা হইতে চিত্রকরকে ডাকাইয়া অনুমতি করিলেন যে তুমি আমার অন্তঃপুরস্থ সকল গৃহের ভিত্তিতে নানা প্রকার আকর্ষণীয় প্রতিমূর্তি চিত্র কর? ছদ্মবেশী চিত্রকর পরমা-ক্লান্ত হইয়া প্রথমতই অতীত সম্প্রদানের পক্ষ

পরিষ্কার করিল অর্থাৎ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে
 আশ্বপ্রভুর প্রতিমা চিত্র করিল । রাজকুমারী
 সেই লোকাভীত অপূর্ব মূর্তির সৌন্দর্য্য বিলোকন
 মাত্র অসহ্য কন্দর্পশরে অধৈর্য্য হইয়া এককালে
 লুপ্তভাব হইয়া পড়িলেন । কিঞ্চিৎকাল পরেই
 চেতন পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন,
 চিত্রকর ? তুমি যে এই অপকপ রূপ চিত্রিত করি-
 য়ছ ইহা কোন্ চিত্র চোরের প্রতিমূর্তি বল ।
 চিত্রকর কহিল রাজনন্দিনি ! ইহা সৌরাষ্ট্রাধি-
 পতিশ্রীকেশব ভূপালের অবয়বানুরূপ চিত্র, হুঃখের
 কথা কি কহিব তিনি একপ রূপবান্ সুপুরুষ
 হইয়াও অপরিচিত দার পরিগ্রহ করেন নাই । সা-
 মান্য একটি মৃগের ব্যবহার দেখিয়া নারী জাতির
 প্রতি তাঁহার একবারেই অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে । ইহা
 শুনিয়া বিচ্যুততা কহিল তাকা কিপ্রকার সমুদয় বল
 চিত্রকর বজিল অরণ করুন । ঋতুরাজের অধি-
 কার সময়ে একদিন তিনি বয়স্যগণ সমভিব্য-
 হারে এক নদীতীরস্থ পুষ্পোদ্যানের বিহার করণে-
 ছায় গমন করিয়াছিলেন । দেখিলেন এক সম্পূর্ণ
 যুগলম্পতি সুকার্য্য হইয়া নদীতে জলপান করিতে

অসিরাছে। দৈবের কি অদ্ভুত ঘটনা, সেই সময়
 হঠাৎ নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হওয়ায় কমে প্লাবিত হই-
 য়ার উপক্রম দেখিয়া কুরঙ্গী ভয়ে পলায়ন করিল।
 কিন্তু কুরঙ্গ য়েহ পরবশ হইয়া শাবকটি পরিত্যাগ
 করিয়া বাইতে পারিল না, সুতরাং অল্পকাল
 মধ্যেই শাবকের সহিত জলমগ্ন হইয়া কালের
 করাল গ্রাসে নিপতিত হইল। রাজা উক্ত ঘটনা
 নৈরোগোচ্চর করণাবধি কামিনীগণের মুখ বিলো-
 কনে এককালে বিরত হইয়াছেন। অধিক কি
 তিনি ভ্রমেও কখন স্ত্রীজাতির নামোচ্চারণ করেন
 না ও কাহাকেও করিতে দেন না।

রাজবালা এই বিষয়জনক ব্যাপার শুনিয়া
 মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে এ
 রাজাও আমার মত প্রতিজ্ঞার বশীভূত হইয়াছেন।
 পুরুষের সংসর্গে আমি যে প্রকার অবজ্ঞা করিয়াছি
 স্ত্রীজাতির প্রতি ইনিও তদ্রূপ। অতএব উক্ত ভূপ-
 তির সঙ্গে আমার পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে
 অপরিসীম সুখ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই।
 এক্ষণে তদুপযুক্ত চেষ্টা করা কর্তব্য, ইহা বিবে-
 চনা করিয়া সহচরী দ্বারা স্বীয় পিতা মন্থাদিপতি

নিকটে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মগধেশ্বর
অনিচ্ছা সমুদ্রে মগ্ন হইলেন। এবং অবিলম্বে
দূত প্রেরণ পূর্বক নৌরাক্ত পতি বীরশ্বরকে আ-
নাইয়া শুভলগ্নে কন্যা প্রদান করিলেন।

বৈশম্পায়ন এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া
অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল, দেখ রাজি ! ত্রীজাতি
কি প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ
অবলাদিগের পক্ষে পুরুষ সন্তোষজনিত সুখ।
শেষায় এই ভূমণ্ডলে অধিক প্রমোদকর আর কি
আছে। অতএব শীঘ্র তুমি সেই পুরুষ রত্নের
নিকটবর্তিনী হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।
অনঙ্গমঞ্জরী অভিপ্রায়ানুকূপ অমুমতি পাইয়া
পরশমন্দের মন্দ মন্দ গতিতে যাইতেছেন এমন
সময়ে অকস্মাৎ প্রভাতের উপক্রম দেখিয়া বিবর্ণ
বদনে পুনরাবর্তন করিলেন।

• তৃতীয় উপাখ্যান।

অনঙ্গর রজনী উপস্থিত হইলে অনঙ্গমঞ্জরী
কহিল হইয়া বৈশম্পায়ন নিকটে গমনপূর্বক

কহিলেন আমাকে প্রিয়তম সমীপগমনে শীঘ্র
অনুমতি কর। বৈশম্পায়ন ইহা শুনিয়া কহিল
রাজ্যজনে! আমি প্রাতঃ রাত্রিতেই আপনাকে
যাইতে কহি তথাপি আপনি বিনয় করিতেছেন
কেন? এক্ষণেই যাত্রা করুন। কিন্তু অতি সাব-
ধান, স্বর্ণকার সুত্রধর তন্তুবার সন্ন্যাসী প্রভৃতি কএক
জনে যেমন এক কন্যা লইয়া পরস্পর ভ্রমণ
দিবাদারত্ব করিয়াছিল, পথিমধ্যে লম্পটব্যক্তিগণ
তোমাকে হরণ করিবে। যেন তরুণ বিরোধ না
করে। তখন অনঙ্গমঞ্জরী দীর্ঘ শিখাস পরি-
তাগ পূর্বক কহিলেন চাহ। কিরূপ শুনিতে ইচ্ছা
করি বৈশম্পায়ন বলিল অবগত করুন।

একদা এক সুত্রধর এক স্বর্ণকার ও এক তন্তু-
বার একতন্ত্র হইয়া অর্থোপার্জন মানসে শস্য যন্ত্র
সমভিব্যাহারে লইয়া দেশ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইল।
তাহারা ক্রমশঃ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া এক
দিবস সন্ধ্যাকালে হঠাৎ এক ভয়ানক কানন মধ্যে
উপনীত হইল এবং চতুর্দিক বৃক্ষে বেষ্টিত এক
প্রচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া তথায় উপবেশন করিল।
রজনীমুখ অতীত হইয়াছে ঈদৃশ সময়ে এক বিব-

সন তন্মাচ্ছাদিতঃ কেশেবর উৰ্দ্ধপুণ্ড্রবিশিষ্টঃ তেজঃ-
 পুষ্পবিরাজিতঃ প্রপস, তথায় আসিয়া কহিলেন হে
 ভাই সকল! আমি অদ্য তেমনাদিগের নিকটে
 অবস্থান করিব। পরন্তু এই অরণ্য নানা প্রকার
 ভয়ঙ্কর হিংস্র দন্তুগণের আবাস, অতএব রাত্রি
 চারি প্রহরে ক্রমশঃ আগাদিগের একএক জন
 একএক প্রহর করিয়া জাগরণ পূর্বক সতর্ক থাকা
 কর্তব্য। অনন্তর তদ্রূপ যুক্ত্যানুসারে প্রথম
 প্রহরে সূত্রধরকে প্রহরী করিয়া অপর তিন ব্যক্তি
 নিদ্রাভিভূত হইল। সূত্রধর নিদ্রানিবারণার্থ
 চরিত্র কোন বৃক্ষশাখা ছেদন পূর্বক তদ্বারা একটি
 কন্যার অবয়ব নির্মাণ করিল পরে রাত্রি এক প্রহর
 অতিবাহিত হইলে স্বর্ণকারকে উঠাইয়া আপনি নিদ্রা-
 গেল। স্বর্ণকার অকস্মৎ তাদৃশ মনোহর দারু-
 ময় আকার বিলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে
 করিল, হয়ত সূত্রধর ইহা নির্মাণ করিয়া স্বীয় শিষ্য
 নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। অতএব আমারও ইহা-
 তে কিঞ্চিৎ স্বীয়শৃংগ প্রকাশ করা উচিত। স্বর্ণকার
 ইহা বিবেচনা পূর্বক অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট স্বর্ণা-
 লঙ্কার প্রস্তুত করত সেই মূর্তির আপাদ মস্তক

ভূষিত করিয়া নিয়মিত সময় অত্যন্ত হইলে শয়ন করিল। যখন তমস্বিনী তৃতীয় প্রহর, তখন তত্ত্বাবধানে থাকোথান পূর্বক সেই মনোহারিণী বস্ত্রহীন নবান্না অঙ্গনা প্রতিমূর্ত্তিকে নিরীক্ষণ করিল এবং একখানি পটুবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পরাইল এবং দেখিল তাহার পূর্বাঙ্গা আরও সৌন্দর্য্য অধিক হইয়াছে। এইরূপে রাত্রিশেষে যখন তপস্বী প্রহরী হইতে উঠিলেন তখন তিনি তাদৃশী কুসুম কামিনীর মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকনে মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সজ্জাগমী যন্ত্র দ্বারা তাহার জীবন দান করিলেন তখন সেই নব নির্মিতা জলন। অনায়াসেই অবলাজাতির ন্যায় হৃদয় প্রিয়সম্ভাষণে পথিকদিগের সকলকেই মুগ্ধ করিল। বস্ত্রহীন কামিনীর অমৃত সম বচন ভাব লাবণ্য ও কটাক্ষবাণে চারি জনই বিমোহিত হইয়া এই ননোরমা আমার ইত্যাকার ধনি করত পুরস্কার বিবাদের বশীভূত হইল।

প্রথমে সূত্রধর বলিল এই কামিনী বিচারানুসারে আমারই পত্নী হইতে পারে, বেহেতু এ আমার স্বহস্তে নির্মিত। পরে স্বর্ণকার কহিল যে

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে আমিই ইহার পতি,
 কারণ আমি ভূষণদ্বারা সধবার রীতি সংস্থাপন করি-
 য়াছি। ইহা অবশ্য মাত্র তন্তুবায় বলিল যে, যথার্থ
 লোকাচার ও দেশাচার মানিতে হইলে এই কা-
 মিনী আমারই সহধর্মিণী হয় দেখ। এই বঙ্গী
 পূর্বে বিবসন ছিল আমি বস্ত্র প্রদান করিতে
 লজ্জা ও মান রক্ষা হইয়াছে। তখন সন্ন্যাসী উত্তর
 করিল, তোমরা সকলে অনায় বিচার করিতেছ এই
 যুবতী ইতিপূর্বে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছিল, যদি আমার নষ্ট
 প্রভাবে জীবন প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে উদ্ভ-
 বং ক্যালাপ করিতে কদাচ সমর্থ হইত না। গত
 এব যুক্তি মার্গানুসারে আমিই ইহাকে প্রহণ
 করিতে পারি।

এবম্প্রকার বাক্য কৌশল দ্বারা ক্রমেচারি
 জনে মহা বিবাদ হইতেছে এমনত সময়ে এক জন
 পণ্ডিত উহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইল।
 সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্বাস পূর্বক মধ্যস্থ স্বীকার
 করত সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। পণ্ডিত
 সেই মনোমোহিনীর লাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া
 চাতুর্য প্রকাশ করিতে ক্রটি করিল না অর্থাৎ

রূপটো জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়া কহিল তোমরা অতি
 পাপাত্মা, এই কন্যার সহিত আমার পরিণয় হই-
 তব্য সকল কথাবার্তা যির নইয়াছিল ! তার
 তোমরা চারি জনে এক পরামর্শ হইয়া ইচ্ছা
 করিয়া আনিয়া কাননমধ্যে কলহ উপস্থিত
 করিতেছ ; পাশক এই উক্তি করিয়া বহুক্ষণ
 নারী সমেত সেই চারি জনকে নগরপালের দ্বারা
 গৃহীত করিল । নগর রক্ষক সেই অসামান্য প্রৌঢ়
 নন্দনগোত্র করিয়া তাহাকে গ্রহণেস্তায় আনয়ন
 পূর্বক বলিতে লাগিল যে, এই নন্দী আমার
 ভ্রাতার পুত্রিনী, ইহাকে নষ্ট করিয়া তিন দীর্ঘ
 ভ্রমণে গমন করিলে তোমরা পাঁচ জনে সহ
 পূর্বক তাঁহাকে প্রাণ নষ্ট করিয়া এই নন্দী পা-
 ত্য তার ধর্ম নষ্ট করিয়াছ ; নগরপাল ইহাতি অমূল্য
 লোক অপবাদ দিয়া বিচার প্রার্থনায় সর্বশুদ্ধ রাজ
 পদের উপনীত হইয়া অভিযোগ করিল । ভূগতি
 সমস্ত বিবরণ অবগত হওত সেই মন্দিরাকীর্ণ
 সুধাংশু বদন নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণপরাশর
 বাক্তিদিগকে বলিলেন তোমরা কোন্ স্থানে
 ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছ তোমানিগকে বিলক্ষণ

কপে পুরস্কৃত করিব। আমি ইহাকে অনুেষণার্থ
নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছি, এ আমার
অন্তঃপুরের এক জন দাসী ছিল পরে এক দিবস
সুযোগ পাইয়া কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ
পূর্বক পলায়ন করিয়াছে।

এক জন অতি প্রাচীন অমাত্য নরপতির ইচ্ছা
উক্তি শুনিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ। একপা
অন্বেষণ বিচার করিলে ধর্ম রক্ষা হওয়া সুকঠিন
বিশেষতঃ এ মনোহারিণী কামিনী যে ক'হার, ইহা
সিদ্ধান্ত করা মানবের পক্ষে বড় সহজ হইবেক
না। অতএব রাজধানীর অদূরবর্তি এক প্রাচীন
পাদপ মূলে কাঠায়নী দেবীর মন্দির আছে
কোন বিষয়ের গীমাংসা করিতে না পারিলে তথায়
গমন পূর্বক পূজা প্রদান করিলে দৈববাণী দ্বারা
তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়েরও নিষ্প-
ত্তি সেই স্থানে হইতে পারে সন্দেহ নাই।
অনন্তর বৃদ্ধের পরামর্শানুসারে সকলেই সেই
মন্দিরসমীপে গমন করত ভগবতীর পূজা সমাপ্ত
করিয়া সেই নারীর জন্যে আপন আপন অতিপ্রার্থ
ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই বৃক্ষটি

দ্বিভাগ হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ কন্যাটি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে রক্ত পুনঃস্বভাব প্রাপ্ত হইল। পরে ঐ রক্তের অন্তরাল হইতে যেন দৈববাণী হইল যে, হে নির্ঝোষ ব্যক্তির। যাহা বে পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় চরমে তাহা তদ্‌বোই লয় পায়। অতএব উক্ত মহিলার জন্য তোমরা প্রত্যাশা করিও না।

বৈশম্পায়ন এতদ্রূপ উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল এই কারণ আমি আপনাকে সতর্ক হইয়া যাইতে কহিতেছি। যাহা হউক আপনি আর বিলম্ব করিবেন না শীঘ্র গমন করুন। অনঙ্গমঞ্জরী হর্ষাতিশয় সহকারে গমনোদ্ভূতা হইয়া মাত্র কুকুটাদি ধনি তাঁহার কণ্ঠ রূহরে প্রসিক্ত হইল সুতরাং তিনি সে দিনও বিযাদ সমুদ্রে নম্ন হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চতুর্থ উপাখ্যান।

দিবাবসানে যখন দিবাপতি স্বীয় প্রথরজ্যোতিঃ সম্বরণ পূর্বক দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন এবং

সুশীতল মযুখ সম্পন্ন প্রসন্ন কলেবর সুধাকর পূৰ্ব-
 দিক্ হইতে উদিত হইয়া শুভ্রকিরণদ্বারা জগ-
 ন্মণ্ডল আলোকময় করিতে লাগিলেন তখন অনঙ্গ-
 মঞ্জরী বৈশম্পায়নকে কহিলেন, বৈশম্পায়ন?
 আমি কন্দর্পবেদনায় নিতান্তই ব্যাকুলাত্মা হই-
 য়াছি অতএব অদ্য আশুগমনে অনুমতি কর।
 ধীসম্পন্ন পক্ষী উত্তর করিল, এপর্য্যন্ত আপনকার
 মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় আমারও অন্তঃকরণে অতি-
 শয় দুঃখ হইতেছে। দেখুন! আপনি প্রতি বিভা-
 বরীতেই আমার উপনাম শ্রবণ কৌতূহলে অর্ন্তীক
 কার্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটাইতেছেন। অধনা
 দ্বার দিল্লত করা বিধেয় নহে কিন্তু আমার মনে
 মনঃসংশয় জন্মাইতেছে যে ইতিমধ্যে প্রভু প্রহা-
 লদমন করিলে যদ্রূপ বীরবাহু রাজার প্রণয়িত
 এক রাজাকে অপ্রস্তুত করিয়াছিল, যদি তদ্রূপেই
 হয়। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া উঃসুকান্দকরণে
 তাহা শ্রবণেচ্ছু হইলেন, সুতরাং বৈশম্পায়নকে
 তদ্বিষয় বিরত করিতে হইল।

পূর্বদেশে বীরবাহু নামে এক বিপ্রতনয়
 আধিবসতি করিতেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই

মূলক্ষণাক্রান্তা পরমরূপবতী এক প্রেয়সীকে প্রাপ্ত হইয়া, বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা বিভাবরী কেবল তাহার নিকটেই থাকিতেন। এক দিবস ঐ নারী তাঁহাকে কহিল, হৃদয় বল্লভ! আপনি বিষয় কর্ম্মে বিরত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃপুরে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন কেন? তখন বীরবাহু কহিল নারিজাতি আমার বিশ্বস্ত নহে, বিশেষতঃ তুমি অধুনা তরুণী কি জানি এসময় স্বামী প্রোষিত হইলে যদি পরপতিপরায়ণা হও, এই আশঙ্কায় আমি স্থানান্তরে পদার্পণ করি না। উহা শুনিয়া বীরবাহুবনিতা বলিল স্বামিন্! যে কামিনী ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিপ্রাণা হয় সে কি কখন পরপুরুষের মুখাবলোকন করে? এবং যে নারী দুষ্চরিত্রা হয় তাহার পতি যদি কপে রতি-পতি গুণে বৃহস্পতি এবং বিক্রমে লক্ষাধিপতি-সদৃশ হয় তথাপি সে পর কাস্তে একান্তই অনুরক্ত থাকে। তাহার এক দৃষ্টান্ত আছে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

একদা নিবিড়বিগিনমধ্যে একজন পথিক, এক ভয়ানক মাতঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে নিরীক্ষণ করিয়া

প্রাণতরে নিকস্থ কোন রুকোপরি আকৃষ্ট হইল ।
 দৈবযোগে হস্তিও সেই পাদপতলে পৃষ্ঠ হইতে
 একটি পেটিকা অবরোধ করাইয়া কাননোপান্তে
 গমন করিল । ইত্যবসরে ঐ ব্যক্তি রুক হইতে
 নামিয়া পেটিকাতান্তরে এক মনোহরলাবণাময়ী
 যুবতীকে দেখিয়া অনুবক্ষ করণাতিপ্রায়ে তাহার
 সহিত রস প্রসঙ্গে আলাপাদি করিতে আরম্ভ
 করিল । সীমন্তিনীও পথিকের প্রার্থনায় সন্মত
 হইল এবং এক শত গ্রন্থিযুক্ত একগাছা রজ্জু বাহির
 করিয়া তাহার একটি গ্রন্থি বৃদ্ধি করিল । তদর্শনে
 লম্পটপান্থ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ কামিনী উত্তর
 করিল, ঐ বনপ্রবিন্ট মাতঙ্গ আমার পরিণেতা ।
 ঐন্দ্রজ্যোতিক বিদ্যা প্রভাবে স্বয়ং করির আকৃতি
 গ্রহণ পূর্বক মদীয় চরিত্র রক্ষার্থ আমাকে পৃষ্ঠো-
 পরি জইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, তথাপি
 আমি নির্ভয়চিত্তে অনায়াসে শত জনের সহিত
 প্রণয় করিয়াছি । অন্যও শুভাদৃষ্ট বশতঃ তোমার
 সঙ্গে সম্যকরূপে প্রীতি হইল, এই জন্য আমার
 প্রিয়বল্লভগণের সংখ্যা বিকল্পক রজ্জুতে একটি
 গ্রন্থি বৃদ্ধি করিলাম ।

বীরবাহু স্বীয় পত্নীর প্রমুখাৎ এবং মৃত আশ্রয়
 উপাখ্যান শ্রুতিগোচর করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে!
 যদার্থই কহিয়াছ অতএব এক্ষণে বিষয় কার্যাদি
 পর্যালোচনা করিতে প্ররম্ভ হই এবং যদ্যাই উপ-
 জাবিক বর্জন্যার্থ দূরদেশে যাত্রা করিব। তখন
 তাহার নবধর্মিণী একটি সুগন্ধ পুষ্প হস্তে করিয়া
 নিবেদন করিল নাথ! যদি দেশান্তরে যাওয়াই
 মুক্তি যুক্ত হয় তবে এই অভিনব প্রস্তুতিতে সুচারু
 পুষ্পটি সঙ্গে লইয়া যাও। কারণ যদ্যপি এই
 কুঞ্জের বিকসিত থাকিবেক সে পর্য্যন্ত আমার
 পতিব্রতাসম্মত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিবেক না।
 বীরবাহু তৎক্ষণাৎ প্রণয়িনী দত্তপুষ্পটিন মতিব্র-
 তায় লইয়া গমনোদ্যত হইলেন। ক্রমে বহু
 দূরে অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে কি ঈদ্রুরে
 একটি মনোহর অটালিকা বিরাজমান হইতেছে।
 বিবেচনা করিলেন ঐ অপূর্ণা রম্যটি ভাবশ্যাই
 কোন রাজনিকেতন হইবেক, ঐ স্থানে যাওয়াই
 কর্তব্য, বোধ করি ওখানে যাইলে আমার কোন
 উপকার হইলেও হইতে পারে। এই সমস্ত
 আন্দোলন করিতে করিতে তথায় অবতীর্ণ হইয়া

রাজারনিকট আবেদন দ্বারা তাঁহার সিংহ দ্বারে
প্রহরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

ভূপতি প্রতিদিনই সেই পুষ্পটি প্রহরীর হস্তে
দেখিয়া অমাত্য বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন. দেখ,
দ্বারপাল প্রত্যহ কোথা হইতে মনোরমা একটি
অভিনব অকাল পুষ্প আনয়ন করে? তাহা
শুনিয়া সভাস্থ সকল ব্যক্তিই কহিল মহারাজ!
ঐ আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া আমরাও বিস্ময়াপন্ন
হইরাছি। তখন মহীপাল বীরবাহুকে পুষ্পের কথা
জিজ্ঞাসিলে তিনি কহিলেন নরেশ্বর! যৎকালে
আমি শীঘ্র ভবন হইতে যাত্রা করি তৎকালে
আমার সহধর্মিণী আপন সতীত্ব নিদর্শন স্বরূপ
এই পুষ্পটি সঙ্গে দিয়াছে। সেপর্যন্ত এই পুষ্পটি
মিলি ন। হইবেক ততদিন আনার গৃহিনী সতীত্ব
ধর্ম হইতে বিচলিত হইবেক না। নরপতি ভয়
কাম্য করত তাহাকে বিদায় দিলেন এবং মনে মনে
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ইহার পত্নী অনশ্যই
পরপতি পরায়ণ হইবেক সন্দেহ নাই। ইহত
কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা স্বামীকে ছলনা করি-
য়াছে। ইহা পর্য্যালোচনা করত স্থির করিলেন

যে কোন লোক দ্বারা তাহার সতীত্ব সংকট করিয়া
দেখিব পুষ্পটি শুষ্ক হয় কি না।

নরপতি এই যুক্তি স্থির করিয়া গদাধর নামক
এক জন লম্পট চূড়ামণিকে আহ্বান করত কহিলেন
তুমি যত শীঘ্র পার বীরবাহুর দেশে গমন করিও
কোন কোণে তাহার সঙ্গীত শ্রীতি
করিয়। অল্প দিবস মধ্যেই রাজধানীতে পুনঃ
প্রত্যাবর্তন করিবে। লম্পটাপত্য গদাধর
বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব। তিনি স্বতাবতই গুরু-
কনিষ্ঠা চিত্তে দিনযামিনী ফেপণ করেন, বিশেষতঃ
রাজসভা, অতএব তৎক্ষণাৎ যে আজ্ঞা দিয়া
অতি কটফল্য তত্ত্বগত উপনীত কইলেন। অন-
ন্তর তিনি বীরবাহুর বাটীর অনতিদূরবর্তী এক
বৃদ্ধা নাপিতগল্পীর দ্বারা বাসস্থান নির্ধারণ করত
তাহাকে যোগিকা করিয়া বীরবাহুর অস্ত্রপুত্র পাঠা-
ইলেন। সেই সীমন্তিনী, বৃদ্ধার প্রমুখ্যৎ গদাধরের
মনোগত ভাব অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করি-
লেন ও কহিলেন বৃদ্ধা! নাগরকে লক্ষ্য প্রাক-
কালেই পাঠাইয়া দিবে তখন বৃদ্ধা হর্ষান্বিত হইয়া
বাটী গমনে তৎপূর হইল। এখানে বীরবাহুর

এক প্রাচীন অন্ধকূপের উপরি ভাগে কোশল-
ক্রমে বিবিধসুরভিকুম্ববিস্তৃত সূচাক পরিচ্ছন্ন
পায়াবুক্ত এক পল্যাক স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং
চূড়ামণি শুভক্ষণে তথায় উপনীত হইলে অতি-
সমাদরপূর্বক বলিলেন যে, পর্য্যাকে উপবেশন কর।
গদাধর সেই কামিনীর অনুভূতিবিস্তৃত মধুর বাক্য
শ্রবণে শ্রবণদ্বারকে সার্থক বোধ করিয়া খট্টাসনো-
পবিষ্ট হইবামাত্র সেই ঘোর তিমিরাজ্জ্বল পঙ্কময়-
কূপে নিপতিত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ টীংকার
শব্দ করত হা হতোম্মি বলিয়া ক্রন্দন করিয়া
উঠিলেন। গদাধর এইরূপে সেই বৃত্তাসদৃশ
ক্লেশকর স্থানে অহনিশি সমভাবে বাপন করিতে
লাগিলেন। কিয়দিনানন্তর ঐ রমণী তাঁহাকে
নাম, ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি
কপমধ্য হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ভ্রূপন
করিলেন।

এদিকে নৃপতি, বহুদিন পর্য্যন্ত গদাধরের
প্রত্যাবর্তন না দেখিয়া অতীপ্সিত সম্পাদনার্থ স্বয়ং
গমনোৎসুক হইয়া বীরবাহুকে সমভিব্যাহারে
লইয়া নৃপগাঙ্গে তন্নগরে উপস্থিত হইলেন এবং

ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, নগরপ্রান্তভাগে বাসোপযুক্ত স্থান প্রস্তুত কর। বীরবাহু তাঁহাকে সে নির্দেশ স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া মনঃমতি গ্রহণ পূর্বক আসিয়া গমন করিল এবং রূঢ় উপস্থিতমাত্র প্রেমমীর নিকট রাজার প্রবিষ্ট চতুর্মণির দৃত্যাদি অবগত হইতে বাকি রহিল না।

ক্রমে বজনী প্রভাত হইলে বীরবাহু রাজাকে অপ্রতিভকরণমানসে বিশিষ্টসমাদরপূর্বে নিমন্ত্রণ করিয়া চতুর্বিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করত ভোজন-কালে রূপ হইতে গদাধরকে উপস্থাপিত করিয়া পরিবেশনকার্যো নিযুক্ত করিল। রাজা চতুর্মণি-বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া তপাতিভূত হইলেন। বজনী গদাধর অতি কাতরবাক্যে তাহা শুধর বাক্য প্রসঙ্গ-নিধানে নিবেদন করিয়া পরিব্রাজ পাহবার প্রার্থনায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বীরবাহুপত্নী রক্ষনশালাভূমির হইতে কহিলেন ! মহারাজ আপনি আমাকে ব্যভিচারিণী জ্ঞান করিয়া পতিবাক্যে উপহাস করিয়াছেন এবং মনঃমতি করণজন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তদ্রূপ স্ত্রী নহি। আর এখন ও কি আমার

সতীত্বের প্রতি মহারাজের সংশয় আছে? নরেশ্বর মৌনাবলম্বন পূর্বক অধোবদনে রহিলেন। বৈশম্পায়ন এই পর্যন্ত কহিয়া বলিল কি জানি ভাগ্যবশতঃ আপনকার পতি যদি এই সময় তাঁরী আগমন করেন তাহা হইলে ত সেই রাজার ন্যায় আপনিও অপ্রস্তুত হইবেন : ইহা শ্রবণ করিয়া অনঙ্গমঞ্জরী প্রাতঃকালীয় সূর্য্যক গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার বুঝিতে পারিয়া সে দিবসও অভীষ্ট সাধনে গমন করিলেন না।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

২২ নং দিনপতি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন এবং নিশানাথ গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া নিষ্ঠুর সুধামিত্ত কিরণ প্রদান করিতেছেন এমন সময়ে অনঙ্গমঞ্জরী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক বিবিধ বসনে ভূষিতা হইয়া অনুমতি লইবার জন্য বৈশম্পায়নের নিকটে উপস্থিত হইয়া মাত্র সে কহিল, কেন আমিত কল্যাই সংপরামর্শ দিয়াছি তথাপি আর এখনও পর্য্যন্ত তথায় না বাইবার কারণ কি?

অবিলম্বেই গমন করুন কিন্তু এসময় মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া গমন করা শ্রেয়ঃ কম্প বোধ হয় না, কি জানি যত্রাপ এক স্বর্ণকার তাহার সূত্রধর মিত্রের স্বর্ণ গ্রহণ তাহার পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়াছিল যদি ইনিও ভ্রমণ গ্রহণেত হইয়া তত্রাপ ব্যবহার করেন? অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল সে কিপ্রকার তাহা বল। দৈবলক্ষ্যায়ণ বলিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দপুর নগরে এক তণ্ডুতৈরব নামা স্বর্ণকার ও চণ্ডচড় নামক সূত্রধর বাস করিত, উভয়ে যথেষ্ট প্রণয়ও ছিল। একদা নানাদেশ পর্য্যটনান্তিপ্রায়ে উভয়ে একত্র বহির্গত হইল। জনৈক কাহারি, ভূরি ভূরি দেশ ভ্রমণ করিয়া নিঃসম্বল হইয়া পড়িল এবং পাথের প্রাপ্তির জন্য নানা কেষল করিয়া ও কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। অনন্তর তণ্ডুতৈরব কহিল মিত্র হে। অনতিদূরে বেদেন্দ্রমন্দির দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহার মধ্যে স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরনির্মিত বহুবিধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব চল আমরা উভয়ে বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া যোগসাধনজ্বলে ঐ স্থানে গিয়া কিঞ্চিৎ দিবস বাস

করি, পরে স্নেহযোগ পাইলেই কতকগুলি প্রতিমা
অপহরণ পূর্বক দ্রবীভূত করিয়া বিক্রয় করিলে
কতকাল পরমানন্দে দিন যাপন করিব। উভয়ে
এই পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্বক
সেই দেবালয়ে উপনীত হইয়া তপস্যা পরায়ণ
হইল। তত্রস্থ অন্যান্য সেবকনিচয় সেই ভণ্ড
তপস্বীদেহের দৃঢ় আকিঞ্চন ও অধাবসায় সন্দর্শনে
ব্রীড়াভিভূত হইয়া আপনাদিগকে বিক্রার করত
ক্রমশঃ সকলেই প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। যদি
পলায়িত ব্যক্তিদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে
আপনারা যোগে বিরত হইয়া পলায়ন পরতন্ত্র
হইলেন কেন? তখন উহারা উত্তর করিত আমরা
অতি "নাপিষ্ঠ নরাধম যোগ সাধন করা কি আমা-
দিগের সাধ্য? সম্প্রতি দুটি মহাপুরুষ তপস্যা আ-
সিয়া যোগাসীন হইয়াছেন আমরা তাঁহাদের পাদ
রেণুর কণা সদৃশও নহি।

এই প্রকারে মন্দির ক্রমশঃ জনশূন্য হইলে
ছদ্মবেশধারি তাপসদ্বয় বিলক্ষণ স্নেহযোগ পাইয়া
একদা নিশীথ সময়ে কতকগুলি দেবমূর্তি হরণ
করিয়া খদেশাভিমুখে বাত্মা করিল। ক্রমে স্বীয়

গ্রামের নিকটস্থ হইয়া এক পাদপমূলে মূর্তিকা
খনন করত ঐ অপহৃত প্রতিমা সকল তথায় নিখাদ
করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল।

স্বর্ণকার জাতি স্ত্রীভাৰতই ধৰ্ত্ত, এক দিবস ঘোর
তিমিরাজ্জ্বল রজনীতে সেই ক্রমমূলে দাইয়া ভাব
প্রতিমূর্তিগুলি অসমুচিতচিত্তে গৃহে আনিয়া। পর-
দিন অতি প্রত্যুষে চণ্ডচড়কে ডাকাইয়া যৎপরো-
নাস্তি তিরস্কার করত কহিল তোমার মত নৃশংস
ও বিশ্বাসঘাতক জগতে নাই যেহেতু আমাকে না-
বজিয়া তুমি একাকীই সৰ্বস্ব আনিয়াছ। আমি
পাত্ত ভ্রমস্থিণীবোণে অধিক মূর্তিকাতলে সেই
প্রতিমূর্তিগুলি রাখিবার জন্য তথায় গিয়া কিছুই
নেখিতে পাইলাম না। বাহ্য হউক তোমাকে
প্রবঞ্চনা করিয়া এক দিবসের জন্য ও তোমার মঙ্গল
হইবেক না। সুদূর ইহা অবগ করিয়া বিশ্বয়ান্বিত
হইল, কিন্তু মিত্রের প্রতারণা ভুক্তিতে পারিয়া
বিকৃত্তি করিল না।

অভ্যারিত চণ্ডচড়, কিয়দিবসমানন্তর ধূর্ত স্বর্ণ-
কারকে যথোচিত প্রতিকূল প্রদান করিবার অভি-
প্রায়ে অরণ্য হইতে দুইটি স্বাক্ষশাবক বসিয়া

আনিল, এবং খুঁত মিত্রের অবিকল অবয়বানুরূপ একটি কাষ্ঠপুত্তলিক নিৰ্মাণ করিয়া রাখিল। যৎকালে সেই তালুকের শাবক ছুটি ক্ষুধার্ত হইত তখনই ঐ কাষ্ঠ পুত্তলিকার পরিধেয় বস্ত্রে কিঞ্চিৎ খাদ্য বন্ধন করিয়া দিয়া ইচ্ছিত দ্বারা দেখাইয়া দিত স্বাক্ষরবকের। ও তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিত। এবস্ত্রকারে ক্রমে তালুকের ছানা ছুটি সুশিক্ষিত হইলে ঐ দারুকারুতির প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ আসক্তি জন্মিল। অনন্তর একদা কোন কার্যোপলক্ষে সূত্রধর গ্রামস্থ সমস্ত কামিনীগণকে নিমন্ত্রণ করিল। মধ্যাহ্নকালে অন্যান্য নারীগণের সহিত স্বর্ণকার গৃহিণীও ছইসহান নদভি বাহাৎ পতিমিত্র সূত্রধরের ভবনে উপস্থিত হইল। পরে নিমন্ত্রিত প্রতিবেশিনী রমণীগণে ভোজনাদি কার্য সুসম্পাদিত হইলে চণ্ডচড় ভণ্ড ভৈরবের উভয় তনয়কে ফোড়ে করিয়া অস্ত্রপুরস্থ কোন নির্জন স্থানে রাখিল, এবং বহির্লোকে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল একি আশ্চর্য! স্বর্ণকারের ছুটি পুত্রই তালুকারুতি হইয়াছে। এই ক্ষমতাল সূচক বাক্য শুনিয়া মাত্র ভণ্ডভৈরব ব্যস্ত-

সমস্ত হইয়া বন্ধুগৃহে সমাগত হওত তাহাকে কহিল
 ভাই! এতদ্রুপ অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিও
 না। মনুষ্য কি কখন লালুক হইতে পারে? জন
 সমাজে ইহা অগ্রাহ্য হইবেক সন্দেহ নাই। স্বণ-
 কার ইহা বসিয়া তত্ত্ব বিচার পতির সমীপস্থ
 হইয়া সূত্রধরের নামে অভিযোগ করিল। বিচার
 কর্তা তৎক্ষণাৎ প্রচরিত্য তাহাকে ধৃত করিয়া
 আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে সূত্রধর কহিল ধর্মাব-
 তার! তুমি শিশু আগার সম্মুখ ক্রীড়া করিতে
 করিতে কণকাল মথোই ভুলুক হইয়াছে। তাহা
 শুনিয়া বিচারালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তিই কহিলেন তো-
 মার উদৃশ্য অসম্ভাবিত বাক্য কি রূপে প্রত্যয়
 করিতে পারা যায়। তাহা শুনিয়া চণ্ডাল কহিল
 এই সভাস্থ জনসমূহ নদা হইতে সেই শারক-
 দ্বয় যদি স্বীয় জন্মদাতাকে চিনিয় লইতে পারে
 তবে আমার বাক্য প্রত্যয়্য হইবে কি না? তখন
 সকলেই কহিল তাহা হইলে তরুশাই আমরা
 এবিষয়ে বিশ্বাস করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর সূত্রধর ঋক্ষশাবকটিকে বিচারকসমি-
 থানে আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে মুক্তবন্ধন করিল।

আনিল, এবং খুঁত মিত্রের অবিকল অঘরবানুরূপ
 একটি কাঠপুতলিকা নির্মাণ করিয়া রাখিল ।
 যৎকালে সেই ভল্লূকের শাবক ছুটি ক্ষুধার্ত
 হইত তখনই ঐ কাঠ পুতলিকার পরিধেয় বস্ত্রে
 কিঞ্চিৎ খাদ্য বন্ধন করিয়া দিয়া ইচ্ছিত দ্বারা
 দেখাইয়া দিত ঝঞ্ঝাবকেরা ও তাহা তৎক্ষণাৎ
 ভক্ষণ করিত । এবম্ব্যকারে ক্রমে ভল্লূকের ছানা
 ছুটি সুশিক্ষিত হইলে ঐ দারুণাক্রুতির প্রতি তাহা-
 দের দিলক্ষণ আসক্তি জন্মিল । অনন্তর একদা
 কোন কার্যোপলক্ষে সূত্রধর গ্রামস্থ সমস্ত কামিনী
 গণকে নিমন্ত্রণ করিল । মধ্যাহ্নকালে অন্যান্য নারী-
 গণের সহিত স্বর্ণকার গৃহিণীও ছইসময়ান সমস্ত
 ব্যাহাড়ে পতিমিত্র সূত্রধরের ভবনে উপস্থিত
 হইল । পরে নিমন্ত্রিত প্রতিবেশিনী রমণীগণের
 ভোজনাদি কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে চণ্ডচড় ভণ্ড-
 তৈরবের উভয় তনয়কে জোড়ে করিয়া অন্তঃপুরস্থ
 কোন নির্জন স্থানে রাখিল, এবং বহির্বাটিতে
 আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল একি আশ্চর্য্য! স্বর্ণকা-
 রের ছুটি পুত্রই ভল্লূকাক্রুতি হইয়াছে । এই
 সমকাল সূত্রক বার্তা শ্রবণ মাত্র ভণ্ডটৈরব দ্যস্ত-

সমস্ত হইয়া বন্ধুগৃহে গমনান্ত হওত তাহাকে কহিল
 ভাই! এতদ্রূপ অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিও
 না। মনুষ্য কি কখন ভালুক হইতে পারে? জন
 সমাজে ইহা অপ্রাপ্য হইবেক সন্দেহ নাই। স্বর্ণ-
 কার ইতা গনিয়া তত্ত্বতা বিচার পতির সমীপস্থ
 হইয়া সূত্রধরের নামে অভিযোগ করিল। বিচার
 কর্তা তৎক্ষণাৎ প্রত্নরিচার তাহাকে দূত করিয়া
 আনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সূত্রধর কহিল ধর্মাব-
 তার! দুটি শিশু আমার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে
 করিতে কণকাল মধ্যেই ভল্লুক হইয়াছে। তাহা
 শুনিয়া বিচারালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তিই কহিলেন তো-
 মার উদৃশ্য অসম্ভাবিত বাক্য কি রূপে প্রত্যয়
 করিতে পারা যায়। তাহা শুনিয়া চণ্ডাল কহিল
 এই সভায় জনসমূহ নদা হইতে সেই শারক-
 দ্বয় যদি স্বীয় জন্মদাতাকে চিনিয়া লইতে পারে
 তবে আমার বাক্য প্রত্যয় হইবে কি না? তখন
 সকলেই কহিল তাহা হইলে অরুশাই আমরা
 এবিষয়ে বিশ্বাস করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর সূত্রধর ঋক্ষশাবকদুটিকে বিচারকসম্মি-
 ধানে আনিয়া, সভার সভ্যস্বলে মুক্তবন্ধন করিল।

শাবকদ্বয়ও স্বর্ণকারকে অবিকল সেই দারুমূর্তি
 বোধ করিয়া তাহার সঙ্গে নানা ক্রীড়া করিতে ও
 খাদ্য জন্য তাহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে
 লাগিল। তদদর্শনে মভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি বিস্ময়াভি-
 ভূত হইয়া রহিলেন। বিচারকও এই অসম্ভব
 ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন ওহে স্বর্ণকার !
 ইহারা ই তোমার সম্মান ইহাদিগকে গৃহে লইয়া
 গিয়া প্রতিপালন কর। তখন ভগুভৈরব নিতা-
 ভই ইচ্ছাশ হইয়া বারিপূর্ণ লোচনে ক্রন্দন করিতে
 লাগিল, এবং গোপনে অতি কাতরস্বরে বিনীত
 বচনে সূত্রধরকে কহিল মিত্র ! সেই স্বর্ণময় দৃষ্টাং-
 শের জন্য যদি কৌশল করিয়া থাক তাহা হইলে
 এইদল ই তাহার অংশ লও এবং অনুকম্পাশীল
 হইয়া আমার সম্মান ছুটি প্রদান কর। চণ্ডচড়
 অতি সরল প্রকৃতি কিয়ৎকণ বাগ্‌দাদ দ্বারা মিত্রকে
 ভৎসনা করিয়া আপন অংশ গ্রহণ পূর্বক তদীয়
 তনয়দ্বয়কে ন্যূহির করিয়া দিল। বৈশম্পায়ন এক-
 দ্রুপ ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল
 এই জন্যই আমি অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বাইতে
 নিষেধ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া অনঙ্গমঞ্জরী

তৎক্ষণাৎ মনোহর অলঙ্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া বল্লভ সম্মিথানে গমন করিবেন, এমন সময়ে পূর্নদিনে দ্রুতি নিঃক্ষেপ হওয়াতে দেখিলেন উদয়াসন্ন হইতে দিনমণি সমুদ্ভূত হইতেছেন, তৎক্ষণাৎ সে দিবস আর বাইতে পারিলেন না।

নত উপস্থান।

যখন দিনমণি অস্তগিরিতে গমন করিলেন এবং নিশানাথ পূর্ন দিক্ হইতে উদিত হইতেছেন, এমন সময়ে অনঙ্গনঞ্জুরী অতিশয় দুঃখান্বিতা হইয়া বিম্বভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন বৈশম্পায়ন। বল্লভসন গমলাভে জীবনের সার্থকতা প্রসাদন করিয়া পরিতুষ্ট হইব উদ্যম সময় আমার কখন উপস্থিত হইবেক? দেখ প্রতিদিনই গমনোদ্ভাতা হইতেছি তথাপি তুভ্যাং বশতই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক কোন প্রকারেই বাইতে পারিতেছি না। বৈশম্পায়ন বিষয় জানা করিয়া কহিল কোন চিন্তা নাই, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে অদ্যই আপনাত্মা উভয়ে একাসনোপবিষ্ট হইয়া

মনের আলিনা দূর করিবেন অতএব আর বিলম্ব
করা উচিত নয় শীঘ্র গমন করুন। পরন্তু আর
একটি বিষয়ে সাবধান করিতেছি, যেমন কলিঙ্গ
রাজ্যেশ্বরের চুহিতা এক সামান্য ব্যক্তির চাতুর্য্যে
পূর্ণাঙ্গর পর্যালোচনা না করিয়া পরিশেষে তাহা
রই পত্নী হইলেন, অধুনা সেই প্রকার কোন দৃষ্ট
ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া আপনাকে তদ্রূপ না
করো। ইহা শ্রবণ করিয়া অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন
সে কি প্রকার বৈশম্পায়ন বলিল শ্রবণ করুন।

কলিঙ্গরাজ্যাধিপতির এক সুশীলানারী
পরমরূপবতী কন্যা ছিলেন। তিনি যৌবনের
প্রারম্ভে রামনিধি তর্কবাগীশ নামক এক বৃদ্ধ
দাশাক্রুর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিতেন
এবং তর্কবাগীশের দূরস্থ কোন স্থানে নিমন্ত্রণ
তওয়ার পতিনি স্বীয় তনয় হেমচন্দ্রকে রাজকু-
মারীর অধ্যাপনাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া প্রত্যাগে
প্রস্থান করিলেন।

হেমচন্দ্র, পিতার অনুমত্যানুসারে প্রতিদিনই
সুশীলার পাঠাগারে গমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা-
ইতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস তিনি শিক্ষা

দিতেছেন এমন সময়ে রাজনন্দিনীর হস্তস্থিত
 পুস্তক হইতে দৈবাৎ একটি পত্র ভূমিতে পড়িল।
 সুশীলা কহিলেন গুরুতনয়! অনুগ্রহ করিয়া
 আমার এই পত্রটি উঠাইয়া দিউন। হেমচন্দ্র
 সন্তুষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা উত্তোলন করিয়া
 দিলে রাজকন্যা বিশিষ্ট উপকৃত হইলেন। হেম-
 চন্দ্র সেই লোকাগীত অসীমরূপলাবণ্যযুক্ত সুশী-
 লাকে তাদৃশী রূতজ্ঞা দেখিয়া মনে মনে দুঃখ-
 ভিসন্ধি করত বলিলেন আপনি যদি ইহাতে
 উপকার স্বাকার করিলেন তবে আমি তাহার
 জন্য প্রত্যাশা করি। রাজবালা
 ইহা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ জাতি
 অর্থলোভী, হয় ত কিছু অর্থ যাক্রাই কাম্যবক।
 ইহা পর্যালোচনা করিয়া কহিলেন 'অবশ্যই
 প্রত্যাশা করিব। বিপ্রনন্দন এইরূপ কৌশল
 করিয়া সুশীলাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া
 সহসা প্রকৃত্যভঃকরণে বলিল আমার একান্ত
 ইচ্ছা যে তুমি আমাকে পতিত্বের বরণ করিয়া
 মনের অভিলাষ পূর্ণ কর। নৃপকন্যা অকস্মাৎ
 গুরুপুত্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াভিভূত

হইয়া অসম্মত স্বীকার করিলেন। কিন্তু অতিশয়
 খেদোন্তিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে হা জগদী-
 শ্বর! আমার ভাগ্যে কি এই লিখিয়া ছিলেন
 সকলেই জানে আমি রাজবালা, কোন রূপবান
 ভূপতির রাজ্ঞী হইয়া অসামান্য সুখসচ্ছন্দতা
 ভোগে ব্যাপ্ত থাকিব, তাহা না হইয়া পরিশেষে
 কেনল শশা রত্না আতব-তণ্ডুল প্রভৃতি ভোগ
 করিয়া এক প্রকার বিধবাচারে জীবন যাপন
 করিতে হইবেক। যাচা ইউক প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে
 বদ্ধ হইয়াছি এক্ষণে উপায়ান্তর আর কি হইতে
 পারে? এই প্রকার খেদোন্তিত প্রকাশ করিয়া
 গুরুপুত্রকে বলিলেন, আপনি তদ্য রাত্রিতে এই
 নগরের পশ্চিমাংশে প্রান্তরনাথো যে দেবালয়
 আছে তদন্তরালে থাকিবেন। রজনীর নিম্নক
 সময়ে যখন নির্ঝাণোন্মুখ প্রদীপসকল বারেক
 নির্ঝাণ প্রাপ্ত ও বারেক প্রদীপ্ত হইতে থাকিবেক,
 যখন প্রহরিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া সময় নির্ধারণ
 করিতে অশক্তি হইবেক, যখন চিত্রাকুল হত
 ভাগ্য ইতাল ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই
 জাগরিত থাকিবেক না, ঐদৃশ সময়ে আমি

তথায় "গমন করিয়া মহাশয়কে স্বামিত্বে বরণ করিব।

হেমচন্দ্র পুলোকিতান্তঃকরণে বাটী গিয়া রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেম, বিবিধরূপে সুসজ্জীভূত হইতেছেন এমন সময়ে তর্কবাগীশ মহাশয় বাটী আগমন করিলেন। তর্কবাগীশের একটি ভৃত্য ছিল তাহার নাম বাবুরা। সে হেমের অনোভিনক্ষি সকলি জানিত, তর্কবাগীশ বহির্বাটীতে পদার্পণ করিবাগাত্রেই বলিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্বনাশ উপস্থিত, অদ্য নিশীথ সময়ে প্রান্তরস্থ মন্দিরে রাজকুমারীর সহিত আপনকার পুত্র হেমচন্দ্রের গোপনপরিণয় হইবেক। এই কথা কণ্ঠকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াতাত্র তিনি হতবুদ্ধিও সাত্তিশর ভীত হইলেন। তখন বাবুরা কহিল মহাশয় ইহার জন্য এত চিন্তাবুল হইতেছেন কেন? ইহা নিবারণের ভূরি ভূরি উপায় আছে। আপনি স্বীয় পুস্তকাগার হইতে এক খানি কোন প্রাচীন গ্রন্থ আনয়নার্থ তাহাকে অনুমতি করুন। হেমচন্দ্র যৎকালে উক্ত পুস্তক অনুষঙ্গে নিয়োজিত থাকিবেন এই অবকাশে আমি পরিহাসচ্ছলে

সেই দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিব। তাহা হইলেই স্তূতরাং কৃতকার্য হইতে পারিবেন, কারণ রাজ-
নন্দিনী অদ্য নিশীথ সময়েই বরমালা প্রদানে
অঙ্গীকার করিয়াছেন। শরীরী প্রভাত হইলে যে
আর রাজাঘজ্ঞা পুনর্ব্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইবেন তাহা অসম্ভব। তর্কবাগীশ
বাবুরামের পরামর্শানুসারে স্বীয় তনয়কে পুষ্টকা-
লয়ে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে যামিনী উপস্থিত। ক্রমশঃ দশদিক
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বাবুরামনে
মনে বিবেচনা করিল যে অদ্য কিঞ্চিৎ চাতুর্য্য
প্রকাশ করিতে পারিলে অনায়াসেই রাজার জা-
মাত হইতে পারি। অতএব ঈদৃশ সুযোগ
পাইয়া উদাস্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে। এই
বলিয়া সেই প্রান্তরস্থ মন্দিরসমীপে একটি বৃক্ষের
অস্তুরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক রাজবালার
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এখানে সুশীলা নানাবিধ বেশ ভূষায় বিভূ-
ষিতা হইয়া রজনী দ্বিপ্রহর সময়ে একাকিনী
সেই ভিমিরাবৃত মন্দিরে উপনীতা হইলেন।

অনন্তর তত্রস্থ প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজাদি কার্য্য
সুসম্পাদিত করিয়া বলিলেন এখানে গুরু তনয়
আসিয়াছেন? বাবুরা তৎক্ষণে সেই পাদ-
পান্থরাজ হইতে অতি মৃত্তস্বরে বলিল তাঁ আসি-
য়াছি। ইহা শুনিয়া রাজকুমারী তাহার চন্দ্র
ধারণ পূর্ব্বক মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া বরমাল্য প্র-
দান করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারি-
লেন যে এ গুরুনন্দন নহেন তাঁহার ভৃত্য বাবুরা
তখন আশ্বশিরে করাঘাত করত হা বিধাতঃ আনার
ললাটে কি এই লিখিয়া ছিলে এই বলিয়া বিষাদ
সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন।

এই পর্য্যন্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বৈশম্পা-
য়ন কহিল অনঙ্গনঞ্জরি! আপনাকে যে অসংবাদ
পূর্ব্বক বাইতে বারবার নিষেধ করিতোছ তাহার
কারণ শুনিলে? বিশেষতঃ কামাতুর যুবা ব্যক্তি-
দিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তি সিদ্ধ নহে যেহেতু
তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য। এই কথা বলিতে
বলিতে প্রাচীদিক্রূপ আশ্চর্য্য প্রাসাদ হইতে দিন-
নাথ বহির্গত হইতেছেন দেখিয়া রাজমহিষী সে
দিবসও মনোগত কার্য্য উদ্ধারে বিমুখ হইলেন।

সপ্তম উপাখ্যান।

পরদিন সন্ধ্যা! উত্তীর্ণ হইবামাত্র গজেন্দ্রগামিনী অনঙ্গমঞ্জরী বৈশম্পায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন বৈশম্পায়ন! অনুমতি কর এবৎ, যদি সেই মনোবর আমার সহিত কুব্যবহার করেন তবে আমার কি করা কর্তব্য, তাহাও বল পক্ষা ইহা শুনিয়া কহিল রাজবালে! সে ব্যক্তি আপনকার সহিত অহিতাচরণ করিলেও আপনি হঠাৎ তাহার প্রত্যুত্তর না দিয়া কিঞ্চিৎকাল প্রীতি প্রসঙ্গে কাল যাপন করিয়া প্রজ্যাগত হইবেন। কারণ পণ্ডিতগণের উক্তি আছে যে স্বকর্যাসাধনের নিমিত্ত বৈরনির্ঘাতনে প্ররুত হইবেক না। দেখ! এক প্রাচীন সর্প ভেককুল ধ্বংস করণালিপ্ৰায়ে কৌশল কারিতে ক্রটি করে নাই। ইহা শুনিয়া অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে কি প্রকার, পক্ষীন্দ্র বলিতে প্ররুত হইল।

সিদ্ধুরাজ্যের অন্তর্গত এক ভয়ানক অরণ্যানী-
নধো বহুদিনের প্রাচীন একটি কৃষ্ণসর্প থাকিত।
পরে বার্কক্য প্রযুক্ত ক্রমশঃ জীর্ণ ও শীর্ণকলেবর
হওয়াতে স্মতরাং তাহার আহালাদিতও কষ্ট হইতে

লাগিল একদা সর্প মনে মনে পর্যালোচনা করিল
 যে এক্ষণে সামর্থ্যহীন হইয়াছি বিশেষতঃ কোন
 কোন ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছে স্বয়ং আহাৰ গ্রহণে-
 য়ণ করিয়া উদরপূৰ্ত্তি করা সক্ষম নহি। অতএব
 এই কাননপ্রান্তে তৃষ্ণাভীষের গিয়া মরণ পড়িয়া
 থাকি। যদি দেবদেব কোন ভক্ষণ দ্রব্য সম্মুখে
 উপস্থিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাতঃ তাহাকে
 গ্রাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিব। কলহঃ তা-
 হাই করিল। কিয়দ্বিবস পরে নিরীহ-স্বভাব
 এক ভেক জল হইতে উঠিয়া হঠাৎ সর্পের সম্মু-
 খেই পড়িল। এবং সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল
 হে সর্প! তুমি বহু দিনসাবধি এই স্থানে কি
 জন্য পতিত আছ? আর অনাহার ব্রতেই বা কি
 নিমিত্ত এক্ষণে করিয়াছ? সর্প কহিল মিত্র হে!
 ভাগ্যের কলং কত বলিব, অধিক কি আমার দুঃখ
 কাহিনী প্রতিগোচর করিলে কোন পাষণ্ডহৃদয়
 ব্যক্তির মনে কারুণ্যরসের সঞ্চার না হয়। তখন
 ভেক বলিল উক্ত বিবরণ কি প্রকার শ্রবণ করিতে
 ইচ্ছা করি। সর্প বলিতে আরম্ভ করিল।

আজমীর দেশে তিলকেশ্বর নামক এক ধার্মিক

চুড়ামণি নরপতির বাস ছিল। তিনি সতত দেব-
তাদিগের অভ্যর্থনা, শান্তি যজ্ঞাদি করাতে তাঁহার
মহিষী গর্ভবতী হইয়া যথা কালে একটি পুত্র প্রসব
করিলেন। পুত্রটি অম্পদবস মধ্যাহ্নে বিলক্ষণ
সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। রাজা স্বাস্থ্যের পার-
দর্শিতা দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লাসঃকরণ হইলেন এবং
সেই সুযোগ্য রাজকুমারের অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃ-
ক্রমকালে, সিংহাসনোন্নত করাইয়া, আপনি রাজ-
কাৰ্য্য হইতে অবহৃত হওত ঈশ্বরচিন্তার নিযুক্ত
থাকিলেন।

ভূপতির দুর্দৃষ্ট বশতঃ আমি এক দিবস রাজ-
পানী গিয়াছিলাম। ক্ষণকাল পরে বিনাপরাধে
শুভরাজকে দংশন করিবামাত্র অসহ্য বিষের
জ্বালায় তিনি কালকবলে নিপতিত হন। রাজা
তিলকেশ্বর পুত্রশোকে নিতান্ত আকুল ও ক্রন্দন
পরতন্ত্র হইয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইলেন।
অনাভ্যবর্ণ ও প্রতিবেশিগণ সান্বনার্থ রাজত্ববনে
উপনীত হইয়া কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল।
মহারাজ! আপনি জ্ঞানবান হইয়া ঈদৃশ অনু-
তাপের বশীভূত হইতেছেন কেন? দেখুন মানব

দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিশ্চিত কালেই ধ্বংস হয়। অতএব তজ্জন্য শোকাঙ্ক হইয়া পরমার্থ চিন্তা বিস্মৃত হওয়া মহতের উচিত হয় না। তর-
 গিহ মনুষ্যসমূহ গমন কালে পরস্পর মিথ্যাকাপ
 দ্বারা বিলক্ষণ মিথ্রতা করিয়া পরস্পরেই যেমন
 আপন আপন কার্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, মানব
 জন্মও তদ্রূপ। বিশেষতঃ এই সংসারের যাব-
 দীয় পদার্থ সকলি অনিত্য। অধিক কি পূর্ব
 কালে শুভ্র নিশুভ্র রাবণ প্রভৃতি দূরুত্তরাজাদি-
 গের বিক্রমে যমপর্য্যন্ত কল্পিত হইতেন, পরে
 তাহাদিগেরও পঞ্চান্ন প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং
 রামচন্দ্র যুদ্ধির প্রভৃতি ধার্মিক চূড়ামণি সকল,
 যাহাদিগের যশঃপ্রভায় ভূমণ্ডল আলোকে পূর্ণ
 হইয়াছিল তাঁহাদিগেরও লোকান্তর প্রাপ্তি হই-
 য়াছে। অতএব সকলি বৃথা কেবল সেই বিকার-
 হীন, ধ্বংসহীন, নিয়ন্তা জগদীশ্বরই সত্য একান্ত
 চিন্তে অহরহ তাঁহারই উপাসনা করুন পরিণামে
 মুক্তি হইবে সন্দেহ নাই।

অমাত্য বর্গের প্রবোধ বাক্যে নৃপতি, ক্ষণ-
 মাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন এসংসাররূপ

নরকে আর অবস্থান করিব না। যে ব্যক্তি এই
 আমার সংসার অনায়াসে বিসর্জন করিয়াছে সেই
 সুখী। অনন্তর প্রধান মন্ত্রীকে স্বীয় বিভবাদি
 প্রদান পূর্বক গাহস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া
 বানপ্রস্থাবলয়ন করিলেন। আহা! একে রাজ-
 পুরুষ, কপ লাভণ্যের সীমা নাই, তাহাতে ভগ্নচ্ছা-
 দিত দেহ, মস্তকে দীঘজটা, বল্কল পরিধান, প্রায়
 সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ পূর্বক ত্রিশূল হস্তে
 করিয়া জয় বিশ্বেশ্বর কোথা বিশ্বেশ্বর ইত্যাদি
 ধনি করিতে করিতে বিশ্বেশ্বর ধামাভিমুখে গমন
 করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাত্রাকালে আমাকে
 এক প্রকার অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে রে
 কুর! বিনাপরাধে তুমি যেমন আমার অনিষ্ট
 করিয়াছ, তাহার প্রতিকল অবশ্যই তোমাকে
 ভোগ করিতে হইবেক অর্থাৎ অদ্যাবধি তুমি
 নগ্নকবুলের আজ্ঞানুবর্তী হইবে। দেখ মিত্র!
 সেই ভূপতির সেই বাক্য প্রতিপালন জন্য
 আমার উদুশ দশা ঘটিয়াছে, আমার একে ত
 জীর্ণ কলেবর তাহাতে কএক দিবস অনাহারে
 অতিশয় শীর্ণ হইয়া কেবল আপনাদিগের অনু-

মতি প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে উপায়ান্তর
 দ্বারা যে আহার সামগ্রী আহরণ ও জীবিকা
 নির্বাহ করিতে পারি একপ সামর্থ্য নাই স্মৃত-
 তঃ জগদীশ্বর ভরসা যাত্রা। যিনি এই ভূম-
 গুলে অদ্ভুত কৌশল দ্বারা অসংখ্যক জীবসমূহ
 কে ভ্রমের বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন সেই
 বিশ্বনিয়ন্তা জগত্তা আনাকেও রক্ষা করিবেন।
 তেক ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হওত সর্প
 রক্তাশ্রু তাহারদিকেব রাজার কণাগোচর করিল ?
 ভেকরাজ, বৌদ্ধকাবিত্ত ও তীরোপ্তিত হইল। সর্প-
 কে কহিল যে আমি তোমার পৃষ্ঠে আকৃত হইব
 প্রতিদিন আনাকে বহন করিতে হইবেক। সর্প
 বলিল আনাকে অভিসম্পাতের কল অবশ্যই ভোগ
 করিতে হইবেক সন্দেহ কি ? পরে প্রথম দিন
 ভেক, সর্পবাহনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে
 প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিন তাহার চলৎশক্তির
 ন্যূনতা দেখিয়া ভেক জিজ্ঞাসিল 'ওহে ভৃত্য।
 অন্য চলিতে পারিতেছ না কেন ? তখন সেই
 ধূর্ত সন্ন্যাস কহিল আমি আহারাতাবে এইরূপ
 হইয়াছি। গণ্ডুকস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল

আমার আজ্ঞানুসারে অদ্যাবধি তুমি এক একটি ভেক ভক্ষণ করিবে। সর্প তদনুসারে ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ জলাশয় ত্যাগ করিয়া পরি-
শেষে ভেকরাজকেও উদরস্থ করিল। বৈশম্পা-
য়ন এই পয়ান্ত্র উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গ-
মঞ্জরীকে কহিল এইজন্য বুধগণ কর্তৃক নিশ্চিত
আছে যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বকায়া সম্পাদনার্থ অবশ্যই
ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারেন। তাহা হইতে আর
বৃথা বিলম্বে আবশ্যক নাই প্রিয়সমিধান গমন
করুন। অনঙ্গমঞ্জরী গাত্রোথান পূর্বক দেখিলেন
যামিনী প্রায় শেব হইয়াছে সুতরাং সে দিবসও
প্রত্যবর্তন করিলেন।

অষ্টম উপাখ্যান।

দিবাবসানে যখন দিনমণির কিরণ স্নান হইয়া
পড়িল তখন অনঙ্গমঞ্জরী মন্দ মন্দ গতিতে বৈশা-
ম্পায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন, অদ্য আমি
অর্ভাঙ্গ সম্পাদনে এখনি যাত্রা করিব অতএব
শীঘ্র অনুমতি কর? ইহা শুণ্ণে পক্ষী কহিল

রাজাক্রমে ! আমি প্রতিদিনই আপনাকে অনু-
মতি প্রদান করিতে ক্রটি করি না । কিন্তু কেবল
আপনকার দুর্ভাগ্য বশতই ঈদৃশ অর্ভক্ষ্যকার্য্যানু-
ষ্ঠানে বাধাত ঘটতেছে । যাহা হউক অধুনা অতি-
লম্বেই গমনোদ্যতা হউন, কিন্তু আমার এক নিবে-
দন শ্রবণ করুন, পূর্বাপর কিম্বদন্তী আছে যে
মাহার বক্রপ চরিত্র তাহার সহিত তদনুসারে
প্রণয় করিবেক । অতএব আপনি তথায় সমু-
ত্তীর্ণ হইয়া দেখিবেন, যদি তিনি তদুপযুক্ত রসিক
ও সচ্চরিত্র হন তবে তাঁহার সহিত অকপট প্রীতি
ও তাঁহার হিত চেষ্টা করিবেন । কলতঃ তাঁহা-
দ্বারা আপনি বাদশ উপকৃত হইবেন তদনুসারে
প্রভূ্যপকার করিতে ক্রটি করিবেন না । যেমন
স্বকণ্ঠ ও অনঙ্গভূষণ নামে দুই কিন্নর স্বীয় স্বীয়
কর্ম্মদোষে এই অবনীমণ্ডলে অতি নীচ যোনিপ্রাপ্ত
হইয়াও প্রাণপণে অবদানগরাধিপতির বথেষ্ট
হিত সাধন করিয়াছিল । অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া
কহিলেন স্নেহ কি রূপ বল, তখন বৈশম্পায়ন বলিতে
আরম্ভ করিল ।

পূর্বকালে সুকণ্ঠ ও অনঙ্গভূষণ নামা দুই কিন্নর
 দেবরাজের সভায় নৃত্যগানাদি করিত। একদা ইন্দ্র-
 রাজ ঐ কিন্নরদ্বয়কে কোন অপকৃত্য কার্যো প্রবৃত্ত
 হইতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাদিগকে
 কহিলেন, যে তোমরা যদ্রূপ কুক্রিয়া করিয়াছ
 তন্নিমিত্ত উভয়েই শরীরে যোনিপ্রাপ্ত হইয়া
 ভূমণ্ডলে জীবন ব্যাপন কর দেবরাজ এবম্প্রকারে
 অভিসম্পাত করিলে কিন্নরদ্বয় তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য
 শ্রবণে সজ্জননয়নে অতি কাতর বচনে কহিতে লাগিল
 হ প্রভো ! আমরা সামান্য অপরাধ করিয়াছি ত-
 ত্ত্বনা এতাদৃশ গুরুতর দণ্ড বিধান করা কি উচিত
 ভাগ্যে সকলি ঘটিতে পারে নতুবা অতাপ্পদোষে
 আশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি এপ্রকার কোপানল
 প্রজ্জ্বলিত করা প্রায় অসম্ভব। যাহা হউক অধুন-
 যানুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক শাপ বিমোচনের কোন
 উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিউন। তাহা না হইলে
 ভূমণ্ডলে মানবমণ্ডলীমধ্যে শরীরে দেহ ধারণ
 করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা কচকাল সহ্য করিব। তখন
 পুরেশ্বর উহাদিগের গোদোক্তি শুনিয়া ক্রোধ সম্ব-
 রণ পূর্বক দয়ার্জচিত্তে কহিলেন, কিছুকাল পরে

অবন্তীনগরবাসী রাজকুমার রণসিংহ কর্তৃক তোমরা উপকৃত হইবে। পরে তোমরা উভয়েই যখন প্রত্যুপকার করণক্ষণে গ্রাহ্য হইয়া কালযাপন করিবে তখন এই অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া পুনশ্চ স্বর্গলোকে আগমন পূর্বক আমার সভায় নৃত্যগীতাদি করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমরা উভয়েই সরীসৃপ দেহ ধারণ করিয়া অর্থাৎ স্কন্ধে সর্পবোনি ও অনঙ্গভূষণ ভেকবোনি প্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলে গমন কর। এবং মধ্যে মধ্যে তোমরা ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিলেও করিতে পারিবে।

দেবরাজের এবস্তৃত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া স্কন্ধে সর্প ও অনঙ্গ ভূষণ ভেক জাতি হইয়া জন্ম পরিগ্রহ পূর্বক অবন্তী নগরান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্ণয় করিল। ঐ সময় উক্ত নগর প্রতাপশালী রাজা রণাদিত্যের অধীনে ছিল। রাজার দুই পুত্র, একের নাম রণজিৎসিংহ দ্বিতীয়ের নাম রণসিংহ রাখিয়াছিলেন। পরে ভূপাল রণাদিত্য পরলোক যাত্রা করিলে রণজিৎসিংহ পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সমস্ত গ্রহণাভিলাষে কনিষ্ঠ সৌদর রণ-

সিংহের প্রাণবধের অনুষ্ঠানে প্ররম্ভ হইলেন ।
রণসিংহ প্রাণভয়ে কাঁচুর হইয়া তন্নগর হইতে
পলায়ন পূর্বক পর্যাটনকরণাভিপ্রায়ে যাত্রা
করিলেন ।

অনন্তর বেলা মধ্যাহ্ন সময়ে যখন মার্ত্তণ্ডদেবের
অসহ্য প্রথরজ্যোতিঃ সমূহ দশদিক্ আচ্ছন্ন করি-
তেছে, ঈদৃশ সময়ে রাজকুমার রণসিংহ, ছঃসহ
আতপতাপে তাপিত হইয়া সেই নগর প্রান্তে
প্রান্তরসন্নিহিত এক পাদপমূলে শ্রান্তি দূর করণার্থ
উপবিষ্ট হইলেন, এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ
করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে অনতি দূরস্থ
এক সরোবরের তীক্ষ্ণ সেই সর্পকপী স্মৃকণ, তেক-
কপী অনঙ্গভূষণকে অন্য কোন তেক মনে করিয়া
আক্রমণ করিয়াছে । রণসিংহ, সেই আক্রান্ত
ভেকের কাতরধনি কণকুহরে প্রাবল্য হইবামাত্র
তন্নিকটে গমন করিলেন । এবং দেখিলেন এক
ভয়ানক সর্প নিরীহ বর্ষাভূকে গ্রাস করিতে
উদ্যত হইয়াছে । রাজকুমার ক্রোধপূর্বক ভে-
কের প্রাণ রক্ষার্থ বলিলেন ওরে ছুরাক্স সর্প !
তুমি এই নির্দোষ ভেককে পরিত্যাগ কর,

নতুবা এইক্ষণেই তোমাকে যমসদনে প্রেরণ
করিব। সপা, অদৃশ ভয় প্রদর্শন বাক্য শুনিয়া
অভীতিমত ভক্সা পরিত্যাগ করিল। বর্ষাভূ তৎ-
ক্ষণেই নিকটবর্ত্তি জলাশয়ে লক্ষ প্রদান পূর্বক
পলায়িত হইল। তখন সাপ, বিরাগ বননে সেই
যুবরাজের ক্রোধান্বিত কলেবর এক চুষ্টে অবশেষে
কন করিতে লাগিল। রণনিঃস্থ তাহা নিরীক্ষণ
করত লজ্জিত হইয়া দয়াত চিত্তে বলিতে লাগি-
লেন, আমি অতি নরাধম! মানব দেহ ধারণ করিয়া
প্রাণপণে অনাহার ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান
করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা কর্তব্য বিশেষতঃ যাহাতে
কোন ব্যক্তিরই অপকার সম্ভাবনা এমন বিষয়ে
প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই বিধেয় নহে। কিন্তু এই
সরাস্বপ কেবল আমি হইতেই প্রত্যাশিত আহারে
বিমুখ হইয়াছে। আমি অসারণে উহার দুর্কিঞ্চিৎ
কুধানলে ভক্ষণহুতি প্রদানে ব্যাঘাত ঘটাই-
য়াছি। অতএব আমি কোন কালেই এই অমোঘ
পাপ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইব না। পরিশেষে
আমাকে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হইবেক
সন্দেহ নাই। অনন্তর রাজা, সর্পের ভক্ষণার্থ

বীর দেহ হইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া তাহার
 মুখসমীপে নিক্ষেপ করিলেন। কুখ্যাত সর্প
 তৎক্ষণাৎ তাহা মুখে করিয়া লইয়া ভুজঙ্গীর
 নিকটে উপনীত হইল। এবং উভয়েই একাসনো-
 পবিষ্ট হইয়া হৃদ্যবিতাস্ত্রকবণে সেই নরমাংসের
 আন্বাদ গ্রহণ করিল। পরে আহার সমাপ্ত হইলে
 ভুজঙ্গী বলিল স্বামিন্! এতাদৃশ সুস্বাদু ও সুকো-
 মল মাংস কখনই তক্ষণ করি নাই ইহা তুমি
 কোন স্থান হইতে আনয়ন করিয়াছ? সর্প, সত-
 ত্বশ্রীকে তাহার বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক সমস্ত কহিল।
 সর্পপত্নী পূর্বাপর সবিশেষ অবগত হইয়া বলিল
 আহা! একপ পরহিতৈষী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কখনই
 আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। বাহা হউক
 অধুনা প্রাণপণে তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করা সর্বতো-
 ভাবে তোমার কর্তব্য। সর্প, পত্নীর ঈদৃশ সত্বপদেশ
 প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে পর্যালোচনা করিতে লাগিল
 যে, দেবরাজের অনুশাসন আছে যে রাজকুমার রণ
 সিংহের প্রত্যাশকার করিলে মুক্তি পাইব বোধ করি
 ইনিই তিনি হইবেন। পরে ভুজঙ্গ, মানবের আকার
 ধারণ পূর্বক রণসিংহের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার

কিষ্করকপে পরিগণিত হইয়া কালক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

এখানে বর্ষাভূ কাল গ্রাস হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই পত্নীর নিকট গমন পূর্ক স্বীয় বিপদের পূর্কপন অবশেষ বিজ্ঞাপন করিল। মণ্ডুকপত্নী সমস্ত অবগত হইয়া কহিল স্বামিন্! আপনি এক্ষণেই তথায় গমন করিয়া সেই পর হিতৈষী রাজপুত্রের হিতসাধনে যত্নশীল হউন। তখন ভেকরূপী অনঙ্গভূষণ, ভাৰ্য্যার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল এই রাজকুমার কদাচই সামান্য ব্যক্তি নয়। বিশেষতঃ ইহারদ্বারা আমি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইয়াছি। অতএব তজ্জনা বধাসাধ্য প্রত্যা-পকার করাও বিধেয়। অপর হয় ত ইহাতেই দেবরাজের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইব। অনন্তর অনঙ্গভূষণ মানবাবরূপ ধারণ পূর্ক ঐ সকলবিষয় আন্দোলন করিতে করিতে রাজা-রণ সিংহের সম্মুখে গমন করিল। যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হওয়া অবধি সৰ্ব্বদাই চিন্তাকুল হইয়া কালক্ষেপ করেন। সে দিবসও সুকণ্ঠ সমভি-

বাহারে একটি তরুণী অননামনা হইয়া উপ-
 বিষ্ট আছেন, ঐদৃশ সময়ে অনঙ্গভূষণ সন্মুখে
 দণ্ডায়মান হইয়া কৃতঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল
 মহাবাজ। আমি অনাবপি মহাশয়ের নিকটে
 বিনাবেতনে দাসত্ব স্বীকার করিব মানন করিয়াছি,
 এক্ষণে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক অনুমতি করি-
 লেই বিষ্ণুর মতো পরিগণিত হইয়া দিন সাপন
 করি। ভূপতি স্বীকার করিলেন এবং পরক্ষণেই
 তিন জনে একত্র হইয়া ক্রমশঃ বহুদেশ অতিক্রম
 করিয়া এক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরে
 রাজদ্বারে গিয়া দ্বারপালকে কহিলেন আমরা
 অনেক দূরদেশ হইতে রাজদর্শনে আসিয়াছি।
 দ্বারী রাজার নিকট এই সংবাদ নিবেদনানন্তর
 রাজার অনুমত্যানুসারে তিন জনেই রাজ সভায়
 প্রবিষ্ট হইলেন। রণসিংহের অপূর্ব সৌন্দর্য্য
 ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি
 বোধ হইতে লাগিল। রাজা দৃষ্টিমাত্র অমাত্য
 বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে আমার বোধ
 হয় যেন কোন মুগ্ধকর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া
 আসিয়াছেন। রাজা পারিষদগণের সহিত এই

রূপ বিতর্ক করিতেছেন এমন সময়ে রণসিংহ নিকটে গিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি নবীন দীন-ভাবাপন্ন ছুংখা ব্রাহ্মণ, আপনি যদি পুণ্যাত্মা ও পরমদয়ালু শুনিলে জীবিত নির্যাসার্থ আপন কার নিকট আসিচ্ছি। কোন কর্মচারীর পক্ষে আমাকে নিযুক্ত বাকন। রাজা ক্ষিপ্রায় করিলেন তুমি কি কি ক'র যা সম্পাদন করি তদনর্থ এবং তুমি মাসিক কত বেতন প্রার্থনা কর? রণসিংহ বলিলেন তাপান যখন যা তা অনুমতি করিবেন তাহাই সুসম্পন্ন কার্য কিন্তু আমার মাসিক বেতন দশ সহস্র মুদ্রা। রাজা শুনিয়া ভীষং হাস্য করিয়া কহিলেন আমি এত অধিক মাসিক প্রদানে সমর্থ হইব না।

ইত্যবসরে এক জন অমাত্য নিবেদন করিল নরেশ্বর! ইহাকে সহস্রা বিনায় দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যে ব্যক্তির মাসিক বেতন এত অধিক তাহার অবশ্যই কোন না কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে। অতএব কিছু দিন ইহাকে কোন পদাভিষিক্ত করুন তাহা হইলেই বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন যে ইহার কর্মদক্ষতা কিরূপ

এবং ইহা দ্বারা কোন কোন কার্য সুসম্পাদিত হইতে পারে। রাজা জমাদার পরামর্শানুসারে রণসিংহ প্রোগিত বেতন স্বীকার পূর্বক রাজ সংসাদে কোন কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। রণসিংহ যথাসাধ্য কায্যতৈপূণ্য প্রকাশ করত দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এবং মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইলে তাহা তিন অংশে বিভক্ত করিয়া একাংশ দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেন আর এক ভাগ অন্ধবাক্তিদিগের জীবিকা নির্বাহার্থে বিতরণ করিতেন। অবশিষ্ট অংশ পুনশ্চ তাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বস্ত্রাদি ক্রীত করিয়া বস্ত্রবিহীন ব্যক্তিসমূহকে দিতেন অপর অংশ আপনাদিগের দৈনন্দিন ব্যয় করিয়া প্রকল্পচিত্তে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিসদিবস পরে এক দিন রাজা জলপথে পর্যটনান্তিপ্রায়ে বয়সাগণ সমভিব্যাহারে করিয়া বহির্গত হইলেন এবং রাজধানীর অদূরবর্তি সৌতস্বর্গীতে এক খানি সুচিহ্ন মনোরম্য তরণী আরোহণ পূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে হিজোল ও জলোচ্ছ্বাসের স্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

হওয়ায় অতিশয় আশ্চর্য্যিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি
 নিক্ষেপ করিতেছেন ইদৃশ সময়ে তাঁহার মস্তক
 হইতে মণিময় কিব্বীট ৫০০ নিপতিত হইল,
 এবং ঘূর্ণিতজলপ্রবাহমধ্যস্থে কণাৎ নিমগ্ন হইয়া
 গেল। ভূপতি নব শিবভূষণ দৈবাৎ পতিত
 দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হিতৈষী মুখসিংহকে কহিলেন।
 দেখ। তুমি পূর্বে বক্ষীকৃত অত্বে রাজ আজ্ঞা-
 নুসারে সাক্ষ্য কক্ষাৎ অধিষ্ঠিত হইয়া নাইবে। অত-
 এব আপাতত এই তরলিক ভ্রম স্যাহের অভ্য-
 স্ত হইতে আশা নকুটি দান কর। যদি
 উপস্থিত কাযা অক্ষম হও তাহা হইলে অবিলম্বেই
 যথোচিত নষ্টবিধান করিব সন্দেহ নাই। মুগ-
 সিংহ এই বিমম আজ্ঞা শ্রুতিয়া বিমম চিত্তে চিন্তা-
 সমুদ্রে ভাসমান হইলেন, এবং মনে মনে কর্তব্য
 কি এই বিবেচনা করি নানা কম্পনা করিতে লাগি-
 লেন। অনন্তভূষণ ইহা অবলোকন করিয়া কো-
 তৃহলাক্রান্ত হইয়া কহিল, প্রভো! আপনি এই
 সামান্য নিমগ্নার দীর্ঘমধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত
 হইয়া অপারগাৱাবারে ভাসিতে প্রবৃত্ত হইলেন?
 যাহা হউক চিন্তাকুল হইবেন না এ আজ্ঞাধীন

ନିକଟେ থাকିତେ ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଦାଚ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ
 ହୁଏବେନ ନା । ଆମାକେ ଅନୁମତି କରୁନ ଏକ୍ଷଣେହି
 ରାଜକୁଟ ଆନିୟା ଦିବ । ରାମସିଂହ ଇହା ଅବଶେ
 ହର୍ଷାତିଶୟ ସହକାରେ ବଲିଲେନ, ଅନନ୍ତଭୂଷଣ ! ତୁମି
 ସଦାର୍ଥେହି ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ସାବତୀୟ ପ୍ରଭୁକାର୍ଯ୍ୟାସମ୍ପାଦନେ
 ସକ୍ଷମ ହଓୟ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ନୟ । ବିଶେଷତଃ
 ଏତାଦୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବାହିତ ଗର୍ଭୀୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମାନ୍ତରେ ପ୍ରବିକ୍ତ
 ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜକୁଟ ଆନା ଅର୍ଥୀବ ଡକ୍ତର । କିନ୍ତୁ ଯଦି
 ଇହା ଆନିତେ ପର ତାହା ହୁଏଲେ ସଂପରୋନାସ୍ତି
 ଉପକୃତ ହୁଏବ ଯତଃଏବ ଶୀଘ୍ରହି ସଂଚେକ୍ତ ହଓ । ଅନନ୍ତବ
 ଅନନ୍ତଭୂଷଣ ଭେଦରୂପ ଧାରଣ କରିୟା ଜଳଗନ୍ଧ ଲହିଲ,
 ଏବଂ ନୁହୁର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟେ ରାଜକୁଟ ଆନିୟା ସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭୁର
 ହସ୍ତେ ଅପଣ କରିଲ । ରାମସିଂହ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲ-
 କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ଶିରୋଭୂଷଣ ହସ୍ତ କରିୟା କହିଲେନ
 ମହାରାଜ ! କିରୀଟ ଗ୍ରହଣ କରୁନ ନରପତି ପ୍ରମୁକ୍ତ
 ଶିରୋଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁକ୍ତ ଓ ବିସ୍ମ-
 ଯାତିଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାତ୍ମାଗଣକେ
 କହିଲେନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ରାମସିଂହ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ
 ସମ୍ପାଦନେହି ସକ୍ଷମ ଇହାକେ ଆରଓ ଅଧିକ ବେତନ
 ପ୍ରଦାନ କରିଲେଓ ହାନି ନାହି ।

কিয়দ্দিনমানবুর একটা নিশীথ সময়ে রাজার অ-
লংপুরস্থ রাজবালায় শয়নগারে এক সর্প প্রবেশ
করিয়। ইহাকে নিছিতাবস্থায় দেখান করিল।

রাজা প্রাণে মাত্র বাস্তু সমস্ত হইয়া অনেকবানেক
বিষদৈবদ্য অনুভব চিকিৎসা কবাইতে পারি-
লেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে আরোগ্য কবিতে
পারিল না। পরে চিকিৎসাবন্ধে, কছিল মহারাজ
কোন ঔষধ বা মন্ত্রে ইহার প্রত্যায়ন হইবে না।
বোধ করি রাজারাজ্যে বক্ষা পাইলেন না। ততএব
এক্ষণে ইহার অস্ত্রোচ্চিক্রিয়া করা কর্তব্য। ভূপ-
তি ইহা শুনিয়া সঙ্কলনমনে অতি কাতর বাক্য
মুহুর্তে মন্দন করিতে করিতে কহিলেন। র-
সিংহ! তুমি দেখে ইটুক আমার তল্লাকে
আরোগ্য কর যদি নিতান্তই ইতাস হইয়াছি
এক্ষণে তুমি মনোযোগ না করিলে উপারান্তর নাই।
কিন্তু যদি উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার না করিতে
পার এবং কন্যার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহা হইলে
শানিত অসিদ্বারা তোমাকে ছিন্ন মস্তক করিয়া
পরিশেষে আপনিও উদ্বন্ধন দ্বারা অবিলম্বেই রু-
তাস্ত নিকেতনে যাত্রা করিব।

রগসিংহ ঈদৃশ দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদনার্থ
 রাজআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে বারি-
 পূর্ণ লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে
 এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহেন
 হা ! জগদীশ্বর, আমি অকূল পারাবারে পতিত
 হইলাম কোন্ ব্যক্তি দ্বারা এই বিপদ সমুদ্র হইতে
 উদ্ধীর্ণ হইব । রগসিংহ এবম্প্রকারে চিন্তা করি-
 তেছেন এমন সময়ে স্নকণ্ঠ নিকটে আসিয়া কহিল
 প্রভো । আপনি সামান্য বিষয়ের জন্য এত চি-
 ন্তাকুল হইতেছেন কেন ? আমি অবিলম্বেই রাজ-
 কুমারীকে রোগ হইতে মুক্ত করিব । কিন্তু রাজ
 কন্যাকে একটি নির্জনগৃহাভ্যন্তরে রাখিতে হই-
 বেক । তখন রগসিংহ পরমানন্দে উৎসুকান্তঃ-
 করণে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল । মহা-
 রাজ ! আপনি রোদন করিবেন না রাজনন্দিনীকে
 অবশ্যই আরোগ্য করিব । তাঁহাকে একটি জন
 শূন্য গৃহে রাখিতে অনুমতি করুন । রাজা এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিচারকদিগকে আহ্বান
 করত রগসিংহের অভিলষিত কার্য করণার্থ আজ্ঞা
 প্রদান করিলেন । তাহার বদ্ভূতপূর্বক তৎক্ষণাৎ

তাহাই করিল। পরে সুকণ্ঠ তদগৃহে প্রব্রুত হইয়া মর্পে কপ ধারণ করিল, এবং রাজ কন্যার দেহস্থ কতকান নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে শোষণ পুঙ্কক বিষ আকর্ষণ করিয়া লইল। রাজ-বালা স্প্রোপিতের ন্যায় চেতন প্রাপ্ত হইলেন। সুকণ্ঠ পুনর্বার মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভূপতি, কন্যা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া অমাত্যবর্গ সমুত্তিবিবাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং আয়জার সুচারু মুখপঙ্কজ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন, নেত্র যুগল হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা কহিলেন রণসিংহ, তুমি বক্রপ উপকার করিয়াছ তৎ সদৃশ প্রত্যুপকার করিতে আমার সাধ্য নাই অধিক কি তোমাকে সর্বস্ব প্রদান করিলেও পরিশোধ হইবে না। কিন্তু বাবজীবন পরস্পরের স্মরণার্থচিহ্নোপযোগী কোন কার্য করা কর্তব্য। অতএব তুমি আমার এই কন্যার পানিপীড়ন কর। রণসিংহ সম্মত হইয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাজা কন্যা প্রদানানন্তর একটি মনোহর অট্টালিকা বাটী

এবং স্বরাজ্যের চতুর্দশ জামাতাকে প্রদান করিলেন। রণসিংহ তখন কিলিংকান পুরম স্থখে দিন যাপন করিয়া তথা হইতে কতকগুলি সৈন্য সামন্ত সমতিবাহারে করিয় স্বদেশে সনাগত হইলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়াই মরানল প্রজ্বলিত করাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ মহোদর রণজিৎসিংহকে পরাভূত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে হইল। সুতরাং রণসিংহ পৈতৃক সিংহাসনাক্রান্ত হইয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা রণসিংহ সিংহাসনাসীন হইয়া বিচার করিতেছেন এমন সময়ে সুকণ্ঠ ও তনুজড়ঙ্গ রাজসভায় আগমন করিয়া এক প্রান্ত ভাগে কুতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ ! অদ্যাবধি আমরা অবকাশ প্রার্থনা করি. অনুমতি করুন। নরেশ্বর তাহা অবগ করিয়া কহিলেন দেখ ! তোমাদিগের ক্ষমতা বলেই আমি ধন, মান প্রাণ প্রভৃতি সকলি প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব তোমাদিগকে কোন প্রকারে বিদায় প্রদানে সমর্থ হইব না। তখন তাহার সুরেশ্বরের অভিসম্পাত বৃজাস্ত্র বিশেষ কণ্ঠে বিবৃতি

করিল। রাজা শাপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অগত্য
উহাদিগের অতীত স্বীকার পূর্বক বিবিধ বিনয়
বাক্যে উত্তরকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।
তাহারা শাপ হইতে মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পুনশ্চ
কিন্নর দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিল।
এই পর্য্যন্ত কহিয়া বৈশম্পায়ন বলিল আপনি এই
কণেই গমন করুন বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অন-
ঙ্গমঞ্জরী, বিভাবরী বিগতা দেখিয়া সে দিনও গম-
নে বিমুগ্ধ হইলেন।

নবম উপাখ্যান।

অনঙ্গমঞ্জরী, পুনর্ব্বার প্রদোষকাল উপস্থিত
দেখিয়া মন্দমন্দ গমনে বৈশম্পায়ন সমীপে উপ-
স্থিত হইয়া কহিলেন। বৈশম্পায়ন, যৎকালে
তুমি প্রিয়সম্মিথানে গমন করিতে অনুমতি কর,
তখন আমার চিত্তভূমি, অপস্থিমিত আনন্দরসে
আর্জ হইয়া ক্রমশঃ বিবিধ ইচ্ছাকলের অঙ্কুর
বহির্গত হইতে থাকে। পরে গমনোদ্যত হইয়া
বহন করিয়া সন্ধ্যার সন্ধ্যার প্রতিবন্ধকরূপ চিত্ত

চক্ষুদ্বিকে বিলোকিত ও প্রতিগোচর হয় তখন এককালে বিবাদ সমুদ্র উধালিয়া সেই চিত্ত ভূমি প্লাবিত হইয়া যায়, এবং তাহার তরঙ্গাদিভ্রমণ করিলে নানা বিভীষিকায় প্রায় প্রাণ বিয়োগ হয়। কলতঃ অধুনা আমার অন্তঃকরণ চিন্তা পরতন্ত্র হইয়া পর্য্যায় ক্রমে আনন্দ ও বিমর্ষের বশতাপন্ন হইতেছে ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা শুনিয়া বৈশম্পায়ন বলিল, রাজ মহিষী, ইহার কারণ প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গ মহাশয়েরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তাহা দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে প্রসঙ্গ কিরূপ শুনিতে ইচ্ছা করি, বৈশম্পায়ন বলিতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বনিরস্তা যখন বিশ্বরাজ্য হৃষ্টি করেন তখন আনন্দ ও বিমর্ষেরও হৃষ্টি করিয়াছেন। আনন্দ, দ্ব্যতিবংশজাত ধর্ম্মেরপুত্র ও বিমর্ষ তিমির বংশোদ্ভব পাপের পুত্র, পূর্বে ধর্ম্ম পুত্রের বাসস্থান স্বর্গরাজ্যে ছিল, এবং পাপ পুত্রের বাসস্থান নরক রাজ্যে ছিল। এই উদ্ধাধঃস্থিত উত্তর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তি দেশের নাম ভূমণ্ডল এই স্বাভাবিক

ও পাপাত্মা দুই প্রকার লোকেই বশতি করিয়া থাকে। একদা সর্বস্রষ্টা বিধাতা এইরূপ পর্যা-
লোচনা করিতে লাগিলেন যে ধরাবাসী মানব
মণ্ডলী মধ্যে সকলকেই সম্পূর্ণরূপে পবিত্র
হওনোপযোগী ক্ষমতা প্রদান করা বিধেয় নহে।
বরং একাধারে পুণ্য পাপ উভয়ই থাকে
এতরূপ প্রবৃত্তি প্রদান করা উচিত। পরে সর্ব-
স্বামী জগদীশ্বর আনন্দ ও বিমর্ষকে আহ্বান করিয়া
কহিলেন, তোমরা ভূমণ্ডলে যাইয়া একরূপে
মানবজাতির উপর আধিপত্য সংস্থাপন কর ?
তখন তাহারা সেই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া
অবনীমণ্ডলে উত্তীর্ণ হইল। তদবধি মানবজাতির
মধ্যে এমন ধার্মিক পুণ্যাত্মা কেহ নাই যে যিনি
কখনই পাপ কার্যো প্রবৃত্ত হইবেন না, এবং এমন
পাপাত্মাও কেহ নাই যাহার কোন না কোন বিষয়ে
যথা কথঞ্চিৎ ধর্ম জ্ঞান না আছে। ফলতঃ পাপ
পুণ্য, সাধারণ মানব দেহই অধিকার করিয়া স্বীয়
স্বীয় ক্ষমতা বিস্তৃত করিয়াছে। তন্মধ্যে কোন দেহে
অধিক পুণ্য সঞ্চার ও কোন দেহে অতিশয় পাপের
উদয় হইতেছে। বিধাতা আর এক বিষয় তাহা-

দিগের প্রতি অনুশাসন করিয়াছেন যে খেসকল
সমুখ্য অতিশয় অধর্মাচরণ পূর্বক আমার রাজ্য
লঙ্ঘন করিয়া সত্বরেই কাল কবলে নিপতিত
হইবেক, বিমর্ষ তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নরক
রাজ্যে লইয়া গিয়া বাস স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে
এবং যাহারা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক
পুণ্য সঞ্চয় করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক, আনন্দ,
তাহাদিগকে সদানন্দে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বর্গ
রাজ্যে বাইবে ও দেবতাদিগের সহিত একত্রে
বসতি হইতে পারে এতদ্রূপ আবাস স্থান দেখা-
ইয়া দিবে। সেই পর্য্যন্ত সাধারণ অস্তুঃকরণে
আনন্দ বিমর্ষ উভয়েরই অধিকার সংস্থাপিত
হইরাছে।

তৈশম্পায়ন আনন্দ বিমর্ষ ঘটিত প্রসঙ্গ এই
রূপে সমাপ্ত করিয়া কহিলেন রাজাজ্ঞনে! আ-
পনি অতীত সাধনে যত্নবতী হইয়া বল্লভ সন্নি-
ধানে যাত্রা করুন। অনঙ্গমঞ্জরী গমনাভিলাষিনী
হইয়া এই জাবিতে লাগিলেন যে অদ্য রজনী
প্রভাত হইবার বিলম্ব আছে অনার্যাসেই প্রিয়
সন্নিধানে উপস্থিতানন্তর মানস পূর্ণ করিয়া জন্ম

সকল করিব। ইতি মধ্যে প্রভাত সূচক তোপ-
ধনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। স্মরণে
সেই ধনি যেন বজ্রধনি সদৃশ তাঁহার বক্ষঃস্থলে
পতিত হইল ইহা বিবেচনা করিয়া গমনে পরা-
গ্ৰুথ হইলেন।

দশম উপাখ্যান।

অনঙ্গমঞ্জরী পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূ-
র্ষবৎ বৈশম্পায়নের নিকটে যাইয়া কহিলেন
শিষ্য অনুমতি কর! অদ্য বেকপে হটক সেই
চিত্ত চোরের নিকট গমন পূর্বক একাসনোপবিষ্ট
হইয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিব সন্দেহ নাই। অসুখি
পক্ষী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল নৃপপত্নী! যখন
অতীত কার্য্য সম্পাদনার্থ এতাদৃশ যত্নবতী হইয়া-
ছেন তখন অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ কি?
অভিলষিত কার্য্যসাধনে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে,
কিন্তু সহিষ্ণুতা শক্তি দ্বারা সেই সকল প্রতি-
বন্ধক অতিক্রম করাই চরিতার্থের বিশেষ লক্ষণ
লক্ষিত করায়। বস্তুতঃ ব্যগ্র চিত্ত না হইয়া বিশেষ

মনযোগ পূর্বক সচেতন না হইলে কোন কার্য সিদ্ধি হইতে পারে না। দেখুন তরত নামা কোন যুদ্ধকে কেবল অনবধানতা দোষে বাঞ্ছিত লাভে কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে কি প্রকার বল, বৈশম্পায়ন বলিল শ্রবণ করুন।

প্রাচীনকালে কতকগুলি মানব একত্রীভূত হইয়া উচ্চতম ভূবারাহত পর্বত শ্রেণীতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত এক উপত্যকার অন্তরালে অবস্থান করিত। তাহারা প্রায় চিরকালই ঐ স্থানে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। অন্য কোন্ দেশ কখন অবলোকন করে নাই। বিশেষতঃ তাহাদিগের মধ্যে এমন সাহসী কেহ ছিল না যে পর্বতোপরি আকড় হইয়া কোন প্রদেশাদির গবেষণা করে। তাহারা কোন বিশেষ উপদেষ্টার নিকটে শিক্ষিত হয় নাই। অধিক কি পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে তাহাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে গগন মণ্ডল হইতে কোন কঠিন দ্রব্য দ্বারা নির্মিত এবং পর্বত শৃঙ্গে সংলগ্ন আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা স্থানে বসতি করিয়া

তাহারা স্মৃতি কল মূল সুগন্ধ গন্ধ বহের মন্দ
মন্দ সঞ্চার এবং নির্ঝরের জল প্রভৃতি নৈসর্গিক
বিধানোৎপন্ন পদার্থ অনিত সুখ সন্তোকে সর্বদা
সকলেই পরিতৃপ্ত থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য
কোন সুখ সন্তোগের সঞ্চার কখনই তাহাদিগের
অন্তঃকরণে উদয় হইত না।

বহুকালের পর উহাদিগের মধ্যে ভরত নাম
কোন ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই ছুরারোহ
শৈলশিখর ব্যূহের আবিষ্কৃত্য করণার্থ তত্পরি
সমারোহণ আরম্ভ করিল। নিম্নস্থ ব্যক্তিরা তা-
হাকে ছঃসাধ্য সংকল্পে প্রবৃত্ত দেখিয়া কেহ কেহ
ভূয়সী প্রশংসা কেহ কেহ নিন্দা কেহ বা ভয়
প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে সে কিছু-
মাত্র ভয়োৎসাহ হইল না প্রত্যুত উৎসাহের বৃদ্ধি
হইয়া অধ্যবসায় পূর্বক যথা কথাক্রমে পরিভ্রম
সহকারে একটি পর্বত শৃঙ্গোপরি আকৃষ্ট হইল।
প্রথমতঃ চতুর্দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখিল
কোন পর্বতশৃঙ্গে গগন মণ্ডল স্ফলয় নয়। বরং
নিম্ন দেশ অপেক্ষা আরও দূরস্থিত বোধ হয়।
ভরত, অতিশয় আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ

করিতেছে ঈদৃশ সময়ে একটি সুচারু বিস্তীর্ণ রাজ্য
তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং তাহার
চক্ষুপাতি জনপদপ্রচরে দৃষ্টিপাত পূৰ্ব্বক বিশ্বয়া-
পন্ন হইয়া মনে করিতে লাগিল যে এবস্তৃত আ-
শ্চর্য্য স্থান আমি কখনই দেখি নাই। এইরূপ
প্রকারে বহু নিমগ্নোৎপন্ন পদার্থ সকল অবলো-
কিত হইতেছে ততই তাহার অন্তঃকরণে আনন্দ
প্রবাহ বৃদ্ধি হইতেছে। ভরত, মনোভিনিবেশ
পূৰ্ব্বক বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত নৈপুণ্য সন্দর্শনে
নিমগ্ন হইয়াছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি মনোহর
পরম সুন্দর মনুষ্য ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাহার
সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাকে
কহিলেন আমি তোমার উপদেষ্টা। কিঞ্চিদূরে
যে মনোহর নগর দৃষ্ট হইতেছে উহার নাম স্বর্গ
ভূমি। ঐ স্থানে যাহারা বসতি করেন তাহারা
সেচ্ছানুরূপ অপরিমিত সুখ সন্তোষ করিয়া পর-
মানন্দে দিনযামিনী অতি বাহিত করিয়া থাকেন।
বিশেষতঃ তাহাদের হৃদয়ে চিরকাল কখনই স-
ন্তোষের তারতম্য হয় না। আমি তদ্রূপ ব্যক্তি
সমূহের নির্দেষ্টা, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে

কেন্দ্র কেন্দ্র কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আর, যাহারা উক্ত স্বকন্দ ভূমিতে গমনোৎসুক হন, আমি উৎসুকান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে সম্মুখবর্তী তমসাক্ষর কানন ও নদনদী শৈলশিখর প্রভৃতি অতিক্রম করান্ধা ও স্থানে লইয়া যাই। কলতঃ আমি তৎকাল সম্পাদনার্থই সর্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করি। যদি ভূমি আমার সম্মতি-বাহারে স্বর্গ ভূমিতে গমন করিতে ইচ্ছাকর, তাহা হইলে অবশ্যই প্রধায় লইয়া যাইব সন্দেহ নাই। তরুত এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হইয়া তৎকালে ঐ স্বকন্দক ভূমিতে গমন করিতে সম্মত হইল। পরে উত্তরে ক্রমশঃ অনতি দ্রুতগামী হইয়া পরস্পর নানাবিধ কথা বার্তার পরম স্থখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্বে গমন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে ঘোর-তিমিরাক্রমে পরিপূর্ণ, এমন যে প্রস্তর নির্মিত-সুরভ্য বস্তু তাহাও আর দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। ক্রমে দিক-কেন্দ্র অব্যবহা জ্ঞান ভঙ্গাইতে লাগিল, সুতরাং কখন সর্বত্র স্থলে কখন গিরিশৃঙ্গার কখন বা রাজ-বর্জিতাশ্রম গভীর কূপ মধ্যে মত্তনোদ্যত হইতে

লাগিলেন। ~~সত্যক~~ একপ ঘোরা~~সত্যক~~ ~~হুজুর~~
 উঠিল যে প্রতিপাদবিহরণে উত্তরকেই বিলম্ব
 কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। উপদেষ্টা গমনের
 এইরূপ প্রতিবন্ধক দেখিয়া কহিল, ত্বরত, এ
 তত্ত্বাক্ষর পথে গমন করা বড় সহজ হইবেক না।
 অতএব কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার পূর্বক মন্দমন্দ-
 পন্থিতে স্রুতি সাবধান পূর্বক আগমন কর। অন-
 তর উত্তরে ক্লেশান্ত হইয়া ক্রমশঃ সেই দুর্গম্য
 পথ অতিক্রম করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন
 বিশাল পক্ষীর বিশল, দ্রুতগামী একটি পুষ্কর
 সমুদ্রে সঞ্চারমান হইলেন। ত্বরত পুরোভাগে সেই
 সুদীর্ঘ দেহ অবলোকন করিয়া সশঙ্কিত চিত্তে
 বিজ্ঞানসা করিল, মহাশয়! আপনি কে? কি নি-
 য়তাই বা এখানে আগমন করিলেন। উপস্থিত
 ব্যক্তি কহিল আমার নাম “সত্ত্ব দেবতা” তুমি
 হুজুর তুমি পক্ষী অভিলাষ করিয়াছ, কিন্তু ইদৃশ
 মন্দমন্দী ও দুঃপন্থানতিজ্ঞ পথ মর্শকের সমভি-
 ব্যাহারে গমন করিলে নির্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হওয়া
 অসম্ভব হইবেক অতএব আমার অনুগামী হও,
 আমি অনারামে, শীঘ্র তথায় লইয়া যাইতে পারি।

হইল। বিশেষতঃ আমি কদাচ একপ দুর্গম পথে
 লইয়া যাইব না। পথিব এতদূর উৎসাহজনক
 বাক্যে ইচ্ছাভিগ্ন হইয়া পূর্ব পথদর্শককে পরি-
 ত্যাগ পূর্বক মৃতন পথদর্শকের পশ্চাৎ হইল।
 কিন্তু কিয়দূর গমনানন্তর অসফল ক্রেশ ভোগ
 করিতে ছইয়াছিল। তরত এইরূপে বিগত কষ্ট
 হইতে দ্রুত গমন পূর্বক বহুদূর অতিক্রম করিয়া
 পরিশেষে কুজকটকাদি অকুলার্গব নামক এক
 রত্নাকর উপকূলে উপনীত হইল।

অনন্তর তরত সেই ভাষণ সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান
 হইয়া তাহার ভয়ানক তরঙ্গাদি নিরীক্ষণ করিতে
 লাগিল, এবং পথ দর্শককে কহিল 'মহাশয় !
 এ অপার পারাবার দেখিয়াই স্তম্ভিত হইতেছে
 ইহা। কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, বিশেষতঃ ইহা দেখিয়া
 আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ত্রাস জন্মিতোছে।
 তখন সম্ভবদেব কহিলেন তরত ! স্বর্ণচূড়ি ধারণ
 আভির অগম্যস্থান বলিলেও বলা যায়। আত্ম
 সেন্ধান্নে তোমাকে লইয়া যাইতে সহসা সাহসী
 হইতেছি না। তুমি যদি একান্তই তথায় যাইতে
 সঙ্কল্প কর তাহা হইলে অন্য এক জন পথদ-

শব্দ তোমার সম্মতিবাহারে দিতেছি। এই বলি-
 রা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্বক “জমান্নর” বলিয়া
 আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে দেখিতে
 দেখিতে এক ভীষণকায় দানব তথায় উপস্থিত
 হইল। তরত, তাহার বিকটাকৃতি দীর্ঘ দেহ, ও
 উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ লোচনের ভ্রতঙ্গ দেখিয়া
 প্রথমে অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু তাহাকে সম্ভব-
 দেবের বশতাপন্ন দেখিয়া পরে তাদৃশ শঙ্কা রহিল
 না। সম্ভবদেব, দৈত্য উপস্থিত হইরাছে দেখিয়া
 তাহাকে কহিলেন এই সংশয় সমুদ্র উত্তারণ পূর্বক
 এঁহাকে স্বর্গভূমিতে রাখিয়া আইস, তোমাকে
 তন্নিমিত্তই আহ্বান করিয়াছি। তিনি ইহা বলিয়া
 তাহাকে আহ্বান করিলেন। এখানে দৈত্য তরতের
 আশ্রয়স্থল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল আপনি
 সত্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নহেন। কারণ মানব
 ভক্তি স্বর্গভূমিতে বসতি করিতে প্রায় সক্ষম
 হয় না। বাক্য হউক আমি এই ভীষণ অপার
 সংশয় পারাবার অনায়াসেই উত্তীর্ণ করাইয়া
 আপনাকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইব। কিন্তু
 আপনাকে যে সকল বিষয় বিবেচ্য করিব তাহার

অন্যথা করিলে কোন ক্রমে অভিপ্রেত সাধনে কৃত
কাৰ্য্য হইতে পারিবেন না ; আপনি কোন দিকে
দৃষ্টিপাত করিবেন না. তজ্জন্য প্রথমে একখানি
বস্ত্রদ্বারা আপনার নেত্রদ্বয় বিলক্ষণ রূপে বন্ধন করি-
য়া দিতেছি, এবং সমনকালে নানা প্রকার শব্দ. আ-
পনার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবেক, মধো মধো
চতুর্দিক চহঁতে ভূমণী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন.
কখন বা ভূরি ভূরি মহলোক কর্তৃক আহৃত হইয়া
হর্ষোৎফুল্লাসঃকরণে তাঁহাদিগকে এবং তথাকার
মহতীশোভা সন্দর্শনাভিলাষে নেত্রদ্বয় বসনভূক্ত
করিতে উদ্যত হইতে হইবেক । এই সমস্ত বিষয়ে
অতি সানধান পূর্বক চক্ষুঃস্খিচ ও মৌনাবলম্বন
করিয়া থাকিবেন ! পশ্চিমমধ্যে আমাকে কোন
দিকের জিজ্ঞাসা করিলে অথবা চক্ষুরুন্মীলন পূর্বক
কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভিপ্রেত স্থানে
উপনীত হইতে কখনই পারিবেন না, বরং জং-
কগাং নিম্নভাগে নিপতিত হইতে হইবেক সন্দেহ
নাই ।

অনন্তর দৈত্য, ভরতের নেত্রদ্বয় বসন দ্বারা বন্ধন
পূর্বক স্বীয়কক্ষে আরোহিত করাইয়া যাত্রা করিল ।

নিরুদ্বেগে স্বর্গাভি-মুখে গমনারম্ভ করিয়া ক্রমশঃ
 বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে ঈদৃশ সময়ে রিবিধ
 কোলাহল ধনি সকল ভরতের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট
 হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যেন চারি দিকস্থ
 কত শ্রুত ব্যক্তি উহাকে প্রশংসা করিয়া নানা
 প্রকার আনন্দজনক ধনি করিতেছে ইহা শুনিয়াও
 কোন উত্তর করিতে এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত
 করিতে চেষ্টা করিল না। তৎপরে আরও কিঞ্চি-
 দূর উত্তীর্ণ হইলে যেন অনেক ব্যক্তি একত্রী
 কৃত হইয়া কহিতেছে, ভরত মহাশয়! আস্তে
 আস্তা হউক আপনিই ধন্য, আর উদ্বেগের বিষয়
 নাই এখন এইস্থানে বসতি করিয়া চিরকাল
 পরমানন্দে অসীমসুখসম্ভোগ করিতে থাকুন
 তত্ক্ষণে এই সকল বার্তা শ্রবণে, হর্বাতিশয় হইয়া
 দৈত্যবাক্য উপেক্ষা করত চতুর্দিকে নেত্রপাত
 করিতে লাগিল। দৈত্য তাহার দৃষ্টি নিক্ষেপ
 দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং তথাহইতে তাহাকে
 পরিত্যাগ করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিল না।
 হুর্ভাগ্য ভরত সেই সংশয় মাগরে পতিত হইয়া
 তাহার অবলম্বন করিতে উঠিতে পারিল না।

রাং শান্ত্রই কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতে
হইল। বৈশম্পায়ন এই পর্য্যন্ত উপাখ্যান সমাপ্ত
করিয়া কহিল রাজি ! আর বিলম্বে প্রয়োজন বাই
প্রিয় সম্মিধানে অবিলম্বেই গমন করুন। অনঙ্গ-
মঞ্জরী, অতীর্ষ সাধনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া
মাত্র দেখিতে পাইলেন পূর্বাধিক ইবং রক্তবর্ণ
হইয়াছে অগত্যা সে দিবসও মনোরথ পূর্ণ করিতে
যাওয়া হইল না।

একাদশ উপাখ্যান।

অনন্তর অনঙ্গমঞ্জরী বিভাবরীর সমাগম দে-
খিয়া অতি দ্রুত গমনে বৈশম্পায়নের নিকট গমন
করিলেন এবং কহিলেন বৈশম্পায়ন ! অদ্য
সেই চিত্তহরের সুচারু মুখ পঙ্কজ বিলোকনে
নয়ন সকল করিব। অতএব অনুমতি প্রদান কর ?
সুচতুর পক্ষী তাহা প্রবণ করিয়া কহিল আপনি
দ্বার এখানে থাকিয়া অনর্থক কাল ক্ষেপ করি-
লেন না। অবিলম্বেই অতীর্ষ সম্পাদনে বদ্ধবতী
কিন্তু গমনকালে পথি মধ্যে কোন প্রকা-

যে ভয়ঙ্কর হইবেন না। যদি কোন ব্যক্তি আপন-
 কার হিত সাধনে নিতান্তই প্রতিদ্বন্দ্বী, অথবা
 অনিষ্টাচরণে যত্নশীল হয় এবং তদ্বারা আপনি
 কোন বিপদগ্রস্ত হানন, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বি-
 পদ হইতে মুক্ত করিব, পরে তাহাকে সমুচিত দণ্ড
 প্রদান করিব সন্দেহ নাই। যেমন বিলাসিনী
 নামী এক বিপ্র তনয়া কোন রাজ নন্দনকে
 বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অনিষ্টচারিণী
 সহধর্মিণীকে যথা বিধানে প্রতিকূল প্রদান করিয়া-
 ছিল। অনঙ্গমঞ্জরী, ইহা শুনিয়া কহিলেন তাহার
 বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি, টৈবশম্পারন বলিল
 শ্রবণ করুন।

কর্ণাট দেশান্তর্গত এক প্রবল বেণবতী নদী-
 তীরে গোপালপুর নামী নগরী ছিল। মহাবল প-
 রাজ্যান্ত রাজা প্রতাপাদিত্য তথার রাজত্ব করিতেন
 বহু দিবস পর্য্যন্ত রাজার মহান সমুত্তি না হও-
 য়ার মনোমধ্যে নানাবিধ দুঃখ সঞ্চার হইতে লা-
 গিল। সুতরাং রাজা সিংহাসনাত্ত হইয়া মনোভি-
 নিবেশ পূর্বক রাজ কার্য পর্যালোচনা করিতে
 পারিতেন না। পরে অনেকানেক শাস্তি

দান প্রভৃতি দৈবানুষ্ঠান করাতে আর স্বকাবস্থায় রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া যথা কালে একটি পুত্র সন্তান প্রদান করিলেন। রাজা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে অবশ্য মাত্র সাতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বহুকাল সঞ্চিত ক্রেশমাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য, যথাযোগ্য সময়ে রাজকুমারের ধর্মশিক্ষা নাম রাখিলেন এবং রাজপুত্র নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে স্বর্ণলতা নামী এক নিকপম লাবণ্যময়ী যুবতী কন্যার সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়া অল্প দিবস মধ্যেই পরলোক যাত্রা করিলেন। যুবরাজ, পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রণয়িনী সুখসন্তোগম্ভায় দিবা বিভাবরী অন্তঃপুরেই কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্মশিক্ষা প্রতি দিবস পত্নীর সহিত রসপ্রসঙ্গে বিবিধ কৌতুক করিতেন কিন্তু স্বর্ণলতা কোন বিষয়েই প্রত্যন্তর করিত না। প্রত্যুত পতিরাকো বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক অবদাই মৌনাবলম্বিনী হইয়া শয়ন করিয়া থাকিত।

কিরাজিবস পরে একদা নিশীথ সময়ে রাজা

ধর্মশিখা, কপট নিদ্রার নিদ্রিত হইয়া নাসিকা ধনি করিতে লাগিলেন। স্বর্ণমতা স্বামীকে বিলম্বণ নিদ্রাভিত্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্বক শয়ন গৃহের দ্বার মোচন করিল।

পরে নিঃশব্দপদসঞ্চালন করত বহির্গত হইয়া বাটীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রিয়ৎক্ষণ পরেই রাজধানীর পূর্বাংশে এক ভয়ানক শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমার এই সমস্ত বিষয়জনক ব্যাপার অবলোকন পূর্বক সশঙ্কিত চিত্তে সাহসী হইয়া অস্থায় পশ্চাৎদর্শী হইলেন। ধর্মশিখা, মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, যে এই ঘোর ভিমিরাজ্ঞ্য নিশীথ সময়ে এতাদৃশ তরুণী কামিনী অসহাসিনী হইয়া নির্ভয়ে কোন্ স্থানে গমন করে, অবশ্যই দেখা কর্তব্য। এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার অশ্রুবন্তী হইয়া দেখিলেন, ঐ রমণী উক্ত শ্মশানে উপনীত হইল। তথায় ভীষণ, বিকট, মুর্খি, গিলাচগণ সকল নামাবিধ ক্রান্তি পূর্বক এতদ্রূপ হৃৎকারবান করিতেছে যে তাহা অবশ্যই নিকটস্থ জীব সমূহের হৃৎকম্প হইয়াছে।

স্থানে পতিত হইয়া অচেতন্য হইতেছে। কোন কোন স্থানে বিশাল দশনা বিবসনা যুক্তকেশী ডাকিনীগণ, রসনা বহির্ভূত করিয়া চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ নরমুণ্ড হস্তে করিয়া চৰ্চণে ব্যাপৃত আছে, কেহ বা জীবিত মনুষ্য ধৃত করিয়া তাহার শোণিত পানে মত্ত হইয়াছে, তাহাদের মৃকধর হইতে অনবরত শোণিত ধারা বহিতেছে এবং স্থানে স্থানে কতকপ ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। রাজমন্দন এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডমান হইয়া এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার বিস্মিত লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তৎসহ ধর্ম্মিনী স্বর্ণলতা কতকগুলি ডাকিনীর সহিত মিলিতা হইয়া দূর হইতে এক মৃত্যু দেহ আনয়ন করিয়া সকলে একত্রীভূত হওত সেই শব দেহ ভক্ষণ পূর্ব্বক নানা কৌতুক করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজকুমার অতিশয় ভীত হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন যে ইহাকে পত্নী বলিয়া কত আশ্রয় প্রদান অভিলাষে উদ্যত হইয়া দিনপাত করিয়াছি।

বাহ্যিক ইহার হস্তে যে এখন জীবিত রহিয়াছি তাহাই আশ্চর্য্য। যত কোন্ দিবস আমাকে সংহার করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে পলায়নের পস্থা অব্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ। পরে ধর্মশিক্ষা তথা হইতে আগমন পূর্ব্বক স্বগৃহে পূর্বের ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। অনন্তর স্বর্ণলতা রাত্রি শেষে কোন জলাশয়ে পতিত হইয়া বিলক্ষণরূপে গাত্র ধৌত করিয়া বস্ত্রান্তর পরিধান পূর্ব্বক গৃহে আসিল, এবং পতি শয্যায় শরন করিয়া নিদ্রা গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজকুমার প্রাতঃকৃত্যাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্নান আহার করিলেন। পরে যখন স্বর্ণলতা আহার করিতে উপবিষ্টা হইয়াছেন রাজনন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া পত্নীকে কহিলেন কি আশ্চর্য্য? তোমার একপত্রব্য সামগ্রী আহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে? যে ব্যক্তি পুতিগন্ধ নরমাংস ইচ্ছা পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া রাত্রি যাপন করে, তাহার দিবা ভাগে বিধি স্বগন্ধ ও সুস্বাদ ভক্ষ্য দ্রব্যাদি আহার করিবার প্রয়োজন কি?। রাত্রি ইহা শুনিয়া ব্যপত্তা-

নাশ্তি কু পিতা হইল এবং কহিল স্বামিন্ ! আপনি আমার গুণ্ড বিবর সমস্ত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ! আপনাকে ইহার বিলক্ষণ প্রতিকূল দিতেছি। স্বর্ণসভা ইহা বলিয়া প্রসূতি পরিমিত জল লইয়া মস্তোচ্চারণ করত রাজা ধর্ম্ম শিখার শীর্ষোপরি নিক্ষেপ করিল। যুবরাজ দেখিতে দেখিতে বানরাকৃতি হইয়া পড়িলেন। তখন রাজমহিষী তাহাকে প্রহার করিতে করিতে বাটীর বাহির করিয়াদিল। বানরকণী রাজকুমার, ক্রমশঃ রাজ বয়ে আয়োজন পূর্বক পশুরন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নগরের যাবদীয় বালকগণ ক্রমশঃ একত্রীভূত হইয়া কোলাহল ধ্বনি করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহার করণার্থ কেহ কেহ লোষ্ট্র নিক্ষেপ, কেহবা বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। কোন কোন ব্যক্তি কৌতূহল পূর্বক রজ্জা প্রভৃতি খাদ্য বস্তু প্রদর্শন করত ঐ বানরকে আহ্বান করিয়া পরিশেষে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহও করিতে থাকে। এইরূপে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তন্নগরাস্তর্গত একপল্লী মধ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। প্রবিক্ত হইয়া এক পাদপ মূলে বসিয়া
আছেন এমন সময় এক দয়াশীল ব্রাহ্মণ তথায়
আইলেন, এবং ঐ বানরের দুর্দশা দেখিবা-
মাত্র তাঁহাকে নিতান্ত দয়াজ্জিহ্ব হইতে হইল।
তিনি তৎক্ষণাৎ একগাছি রজ্জু আনিয়া বানরের
গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় ভবনের বহির্দ্বারে
বাঁধিয়া রাখিলেন, এবং সেহ পূর্ব্বক প্রতিপালন
করিতে লাগিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের এক বিলাসিনী
নারী তনয়া, ইন্দ্রজাল বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিল।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ, কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ
গ্রামান্তরে গমন করিলে, বিলাসিনী বহির্দ্বাটীতে
আসিয়া দেখিল, দ্বার সমীপে একটি বানর বাঁধা
রহিয়াছে। বিপ্রকন্যা, তাহার সন্নিহিতে আসিয়া
নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল এ কখনই শাখা ভ্রমণ নয়।
ইহার আকার প্রকার ভাবলাবণ্য জ্ঞপ্ত করিয়া
বোধ হয় কোন্ ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করত ইহাকে বা-
নরাকৃতি করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক ইহার মস্তকে
মস্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেখি, তাহা হইলেই বুঝিতে
পারিব। বিলাসিনী, ইহাবলিয়া বানরের মস্ত-
কোপরি হস্ত প্রদান পূর্ব্বক মস্ত্রোচ্চারণ করিতে

করিতে সেই বানর কপী ধর্মসিখা প্রাগবৎ রাজ
 কুমারের আকৃতি ধারণ করিলেন, এবং পরমহিত
 কারিণী সেই বিপ্রকন্যার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার
 করিয়া তাহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন ।
 তখন বিপ্রতনয়া কহিল, মহাশয় ! আপনি কে ?
 কি নিমিত্তই বা ঈদৃশ তুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছিলেন ।
 রাজা ঠিক অবগন করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার নাম
 নাম ও বানরাবহুব হইবার কারণ প্রভৃতি আদ্যো-
 পান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বিবৃতি করিলেন ।
 বিলামিনী ঐ সকল অশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ পূর্ব্বক
 চর্যোৎকল্লচিতে বিস্ময়া ভিভূত হইয়া বলিল মহা-
 রাজ ! চিন্তাকুল হইবেন না । আমি এখনি রাজ
 মহিষী স্বর্ণলতাকে যথোচিত দণ্ডবিধান করিবার
 বিশেষ উপায় করিয়া দিতেছি । ইহাবলিয়া অশ্রুঃ
 পুরে প্রবেশপূর্ব্বক একটি কমণ্ডলু আময়ন করিয়া
 রাজার হস্তে অর্পণ করিল, এবং কহিল স্বর্ণলতা
 যৎকালে শ্মশান হইতে আগমন করিয়া পুনঃ
 শয়ন করিবেক তৎকালে সাহসপূর্ব্বক এই কম-
 ণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া তাহার গাত্রে দিবেন,
 পরে বাহা হইবেক তাহা প্রত্যক্ষই হইবে ।

রাজা ধর্মশিখা, অধ্যবসায় পূর্বক কমণ্ডলু হস্তে করিয়া রাজধানী গমন করিলেন। পরে অস্তঃপুর প্রবেশপূর্বক রাজমহিবীর অগোচরে এক নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। যখন দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন, এবং ঘোর অন্ধকারে পরি পূর্ণ হইয়া, যখন নগর মধ্যে প্রহরী গণ ব্যতীত অন্য কেহ জাগরিত নাই, তুই একটি কুকুরের ধনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দই প্রায় শ্রুতি-গোচর হয়না, এবস্তুত সময়ে স্বর্ণলতা শয্যা হইতে গাত্রোপ্তানপূর্বক বহির্গতা হইল। ক্রমশঃ সেই শ্মশান ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া পূর্বের ন্যায় সকল কার্যই সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। রাজ্ঞী, শয়ন গৃহের দ্বার মোচন করিয়া শয্যাকূট হইবেক ঐদৃশ সময়ে রাজা সেই নিভৃত স্থানহইতে বহির্গত হইলেন, এবং বিলাসিনী দত্ত কমণ্ডলু হইতে গণ্ডুব পরিমিত জল লইয়া সেইচুশরিজা পদ্মীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। রাজমহিবী জলস্পর্শমাত্র হঠাৎ এক ঘোটকীর অকৃতি হইয়া পড়িল। রাজা ধর্মশিখা, তৎক্ষণাৎ তাহার কেসরাকর্ষণ পূর্বক স্রুখে বল্গা ও পৃষ্ঠে বিচিত্র সূচাক্ষ পর্যায় প্রদান করিয়া

তুপরি আরোহন করিলেন এবং কষাঘাত করত
 *রাজধানীর চতুর্দিকে পর্যটন করিতে লাগিলেন।
 পরে সেই তুরঙ্গীর শুশ্রূষা জন্য কএক জন রক্ষক
 নিযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে মন্দুরায় প্রেরিত
 করিলেন স্মতরাং রাজমহিষীকেও পুষ্কোত্তি বিপ্র-
 কন্যার মত প্রভাবে ঘোটকী রূপে অশ্বশালায়
 দিনযাপন করিতে হইল।

এদিকে রাজা অনির্বচনীয় আনন্দরসে ভুজি-
 যিত হইয়া নেই বিপ্রতনয়া বিলাসিনীকে বিশিষ্ট
 সম্বর্জন পুষ্পক যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন
 বিশেষতঃ তাঁহার পিতাকে রাজ সভার প্রধান অধ্য-
 পকতা পদে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য পর্যালো-
 চনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বৈশম্পায়ন কহিল রাজমহিষি! আপ-
 নকার কোন চিন্তা নাই এক্ষণে আপনি যত্ন পুষ্পক
 ব্রহ্মত সমীপ বর্ত্তিনী হইয়া অসৌম সুখ সম্ভোগ
 ও অনুমোদন করুন। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রবণ
 নাত্র তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া প্রিয়সম্মিধানে যাত্রা
 করিলেন। কিঞ্চিদূর গমন করিয়াই প্রভাত-
 সূচক লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল।

সুতরাং সে দিবসও তাঁহাকে বিরস বদনে পরা-
স্বাধু হইতে হইল।

হাদস উপাখ্যান।

অনঙ্গমঞ্জরী, পরদিন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে
মন্দ মন্দ গমনে বৈশম্পায়নের নিকট গমন করি-
লেন। বৈশম্পায়ন তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, রাজি! আপনি এত উৎকণ্ঠিত হইতে
ছেন কেন? আপনার নয়নযুগল হইতেই বা
অবিশ্রান্ত বাষ্পধারা বিগলিত হইতেছে কেন?
আপনিই প্রতি দিন ইচ্ছাপূর্বক আমার উপাখ্যান
শ্রবণম্প্রদায় আলস্য অবলম্বন করিয়া মনোরথ
নিষ্পাদন জনিত স্মৃতি সন্তোষে বঞ্চিত হইতেছেন।
যাহা হউক রোদন করিবেন না। অতীত সাধন
বদ্ধবতী হউন। যত্ন ব্যতিরেকে প্রায় কোন কার্য্যই
সুসম্পন্ন হয় না দেখুন ক্ষুধার্তি ব্যক্তির সম্মুখে বি-
বিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি থাকিলেও আপনি আহার না
করিলে তাহা স্বাভাবিক অদৃষ্ট শক্তিদ্বারা মুখে
উপস্থিত হয় না; কাননাত্যন্তরস্থিত কেশরীসমূহ
মুখব্যাদান করিয়া থাকিলেও যুগাদি প্রভৃতি জীব-

সকল তাহাদের আসা মধ্যে কখনই আপনি প্রবিক্ত হয় না। অতএব যত্নই মূল, যত্ন করিলে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই। এবিষয়ের এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

বিষ্ণুপুর নগরে বিশ্বেশ্বর নামক একজন বিভবশালী মানবের বাস ছিল। তাহার দুটি সন্তান, একের নাম পরমানন্দ, দ্বিতীয়ের নাম নিত্যানন্দ। বিশ্বেশ্বর অল্প দিবসের মধ্যেই স্বীয় বিষয়াদি, সন্তানদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি দৈবানুষ্ঠানেই রত হইল এবং উভয় সন্তানকেই কহিল তোমরা যত্নপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয়াদি রীত্যানুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলে চিরকালই পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে, কিন্তু ইহার প্রতি অবত্ন করিয়া অপরিমিত ব্যায়াদি করিলে পরিণামে কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। ক্রিয়াদিবস পরে একদা বিশ্বেশ্বর তনয়দ্বয়ের কার্য্যনৈপুণ্য পরীক্ষার্থ পুনশ্চ আপনি সমুদায় বিষয়াদি পর্যালোচনা করিয়া দেখিল, অপরিমিত ব্যায়াদি দ্বারা সঞ্চিত অর্থের প্রায় শেষ হইয়াছে। তখন বি-

শেখর পুত্রদিগের পরিণামের উপায় অনুধ্যান কর-
ত কৌশল পূৰ্ব্বক ছুটি উদ্যান ক্রয় করিল। পরে
উভয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া সেই ছুটি বৃক্ষবাটিকা
উহাদিগকে প্রদান করিয়া কহিল, তোমরা যত্নপ-
যত্ন করিয়া উদ্যানের কার্য সম্পাদন করিবে তত্নপ-
ফল ভোগ করিতে পারিবে। পরমানন্দ, উদ্যানস্থ
বৃক্ষাদির প্রতিই কিছুমাত্র যত্ন করিত না কেবল আ-
মোদ প্রমোদ করিয়া অনর্থক দিনযামিনী অতিবা-
হিত করিত। সুতরাং তাহার বাগানটি ক্রমে
ফলোৎপাদিনী শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। নি-
ত্যানন্দ, এতাদৃশ যত্নপূৰ্ব্বক স্বীয় উদ্যানের কর্তব্য
কার্য সম্পাদন করিতে লাগিল যে তজ্জন্য ত্বরায়
সেই যত্নের বিলক্ষণ ফলভোগ করিয়াছিল। ফল-
তঃ কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ, পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়াবধি
উদ্যানের কার্যেই সৰ্বদা ব্যাপ্ত থাকিত। সুত-
রাং অল্প দিবস মধ্যে উদ্যানস্থ সকল বৃক্ষই ফল-
শালী হইয়া উঠিল ॥

ঐশ্বকালের শেষে একদা পরমানন্দ- কনি-
ষ্ঠের বাগানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল।
সেখিল নিত্যানন্দের বাগানে প্রায় সমুদায় বৃক্ষই

বিবিধ কলভরে অবনত হইয়াছে। তন্মধ্যে আম্র
 বৃক্ষে অপৰ্য্যাপ্ত সুপক্ব আম্রদ্বারা বিলক্ষণ সুশো-
 ভিত অৱিভেছে। ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয়
 উদ্যান উপস্থিত হইয়া দেখিল উদ্যানস্থ সকল
 বৃক্ষই সত্য পত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। কোন কোন
 বৃক্ষ এককালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আম্রবৃক্ষের
 কোন শাখাতেই আম্র নাই। পরমানন্দ, উদ্যা-
 নের ইচ্ছা অবস্থা অবলোকনপূৰ্ব্বক অতিশয়
 ক্রোধান্বিত হইয়া পিতৃ সন্নিধানে গমন করিল।
 এবং কহিল আপনি আমাকে এতাদৃশ অপকৃষ্ট
 বাগান দিয়াছেন? তাহাতে একটিও কল হয়
 নাই। কিন্তু নিত্যানন্দের উদ্যানে প্রায় সকল
 বৃক্ষই কলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। বাহা
 ইউক্ তাহার অর্দ্ধাংশ আমাকে প্রদান করিতে
 আচ্ছা করুন। বিশ্বেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল,
 আমি তাহাকে কদাচ একপ অন্যায় অনুমতি করি-
 তে পারিব না। কারণ যৎকালে ভোমাদিগকে
 উদ্যান প্রদান করিয়াছি তখন দুটি বাগানই এক
 অবস্থায় ছিল। নিত্যানন্দ অপরিমিত যত্নও পরি-
 শ্রম করিয়াছে বলিয়া তাহার উদ্যান একপ কল

শালিনী হইয়াছে। তুমি যেকোন যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছ তাদৃশ ফলও প্রাপ্ত হইলে। যত্ন ও পরিশ্রম ভিন্ন কোন বিষয়ে ক্লতকার্য্য হইতে পারে না। অতএব আপনিও যত্নপূর্ব্বক সচেত হউন ক্লতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া কহিলেন, অন্য বিতাবরী প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। কলা তোমার উপাখ্যান অবগাপেক্ষা না করিয়া জ্বর সন্নিধানে গমন করিব। ইহা বলিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজমহিষী পরদিন অপরাহ্নে বায়নেবনার্থ অটালিকার উপরিভাগে পদমণ্ডলন পূর্ব্বক রত্ননী প্রতীক্ষা করিতেছেন ঈদৃশ সময়ে রাজধানীর কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বিক্ষিপ্ত পরেই দেখিলেন স্থানে স্থানে ভূরি ভূরি পরিচারকগণ মজল জনক কার্য্যে ব্যাসক্ত হইয়া আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছে। কেহ বা কহিতেছে অন্য যুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ভূতগণ, যুবরাজের আগমন বার্তা নগর মধ্যে বিজ্ঞাপন করিতেছে। তখন রাজমহিষী মনে করিতে লাগিলেন যে স্বামী আমার আচরণ প্রকরণ বৈশম্পায়ন

মুখে অবশ্যই শ্রবণ করিবেন। পরে যে আমার
 কিছুদুঃখ হইবে তাহা বলিতে পারি না। অধিক
 কি বোধ হয় প্রাণ দণ্ড করিলেও করিতে পারেন।
 কেনই বা আমার একপ জন্মতি হইয়াছিল, যে কা-
 য়ে উদ্যত হইয়াছিলাম তাহাও সফল হইল না।
 কিছু পরিচয় সম্পূর্ণ প্রতিকল প্রাপ্তির সম্ভাবনা।
 অতএব এক্ষণে আমার প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়।
 জনসঙ্গরী ইহা ভাবিতে ভাবিতে অবরোধ
 করিয়া শয়ন গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে
 দ্বারকাক করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক
 শয়ন করিলেন। আমার অন্তরে কি এই ছিল।
 এত ব্যক্তি প্রয়োগ করিয়াই বিষপান করত
 গলাষ্ট্রে পরি শয়ন করিলেন। সুতরাং অবিলম্বেই
 তিনি মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এখানে রাজ
 বিক্রমবাহু অতঃপূরে প্রবেশপূর্বক পিতামাতার
 চরণে অভিবাদন করিয়া বৈশম্পায়ন নিকটে গমন
 করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন বৈশম্পায়ন।
 মি রাজধানী হইতে গমনাবধি তুমি কিরূপ ছিলে,
 এবং কোন বিষয় নূতন ঘটনা হইয়াছে! ধীরে
 স্মরণ পক্ষী, তাহা শুনিয়া স্বীয় দৈহিক সমাচার

কৰ্মন কৰিয়া রাজমহিষীর চৰিত্ৰের বিবরণ বিজ্ঞী
 পকে কৰিল। যুবরাজ সেই বিখ্যাত বিহঙ্গকের
 প্রমুখাৎ পত্নী অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে অবগ
 করত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণ অসি ধারণশূ
 নক বিলাস মন্দিরে যাত্রা করিলেন। তথায়
 উপনীত হইয়া দেখিলেন শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ
 বহিয়াছে। রাজা, তখন সুহৃচরীগণকে আহ্বান
 করিয়া কহিলেন অনঙ্গমঞ্জরী কোথায় এবং দ্বার
 খুলি করিলে কে। সখীরা, যুবরাজের ক্রোধান্বিত
 কিলেবর ও শাণিত অসি হস্তে দেখিয়া সশঙ্কিত
 হইতে কহিল, মহারাজ। রাজ্ঞী দ্বার রুদ্ধ করিয়া
 লোধ হস্তশয়ন করিয়া আছেন। বিক্রমবাহু তাহা
 শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্ম করত গৃহে প্রবিষ্ট হই
 লেন। দেখিলেন পর্য্যাকোপরি পত্নীর হৃৎদেহ
 আছে। সুতরাং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তদ্বি
 শয়ন পিতৃ মাতার নিকট বিবৃতি করিলেন। পরে
 পিতার ক্রোধে কৰিয়া পরম সুখে দিন যানিনা
 ক্রিয়াবাহিত করিতে লাগিলেন।

